পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ
খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

২য় বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ ৩০ নভেম্বর ২০১১ ঃ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ঃ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ০৭ email: jatiodak@gmail.com

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ ও ঐক্য-সংহতির দাবিতে গণ বিক্ষোভ

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ ও ঐক্য-সংহতির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার ৫০টি স্থানে গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার গণবিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত জুম্ম জন প্রতিনিধি সংসদ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক একযোগে আয়োজিত এই গণবিক্ষোভে জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমাকে সংঘাত নীতি পরিহার করে ইউপিডিএফের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) তাদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তবে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে মধুপুর বাজারে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এছাড়া মাটিরাঙ্গা ও রাজস্থলীসহ বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী বিক্ষোভে বাধা দিয়েছে।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ ও ঐক্য-সংহতির দাবিতে সাজেক এলাকাবাসীর গণবিক্ষোভ

আনুমানিক ৫০ হাজার নারী পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিক্ষোভে অংশ নেন। তারা "সন্তু লারমা দালালি ছাড়ো,ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করো", "সন্তু লারমা দালালি ছাড়ো, জাতীয় ঐক্যে সামিল হও", "ইউপিডিএফ - জেএসএস ঐক্য চাই" ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

বক্তারা বলেন, "গত ১৩ বছর ধরে চলা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে অনেক তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। খালি হয়েছে অনেক মায়ের কোল। স্বামীহারা হয়েছেন অনেক নারী। অনাথ পিতৃহারা হয়েছে অবুঝ শিশু। ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া হয়েছে বহু পরিবার। পাহাড়ের কন্দর থেকে এখনো ভেসে আসে হৃদয় বিদারক কান্নার সুর। এখনো পাহাড়ি ঝর্ণা দিয়ে বইছে রক্তের স্রোত।"

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের জন্য সন্তু লারমাকে দায়ি করে তারা বলেন, একমাত্র তিনি ও তার একান্ত অনুগতরা ছাড়া সবাই এই হানাহানি বন্ধের পক্ষে। ইউপিডিএফ বহু আগে জেএসএস-এর কাছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়েছে, এমনকি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনেও সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে, কিন্তু তারপরও সন্তু লারমা সংঘাত বন্ধ করছেন না।

বক্তারা তাকে জনগণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইউপিডিএফের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।

সন্তু গ্রুপের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, " ভাইয়ের বুকে গুলি চালানো বন্ধ করুন। নিজের ভাইয়ের সাথে কেন যুদ্ধ করছেন? এই যুদ্ধে আপনার বা জনগণের কী লাভ? যাদের বুকে গুলি চালাতে উদ্যত হয়েছেন, তাদের কী দোষ? দোষ করলে নিজ ভাইকেও তো মা করা হয়। যদি কোন সমস্যা বা ভুল বোঝাবুঝি থাকে তা কি আলাপ আলোচনা করে সমাধান করা যায় না? আপনাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা আক্রমণ বন্ধ করুন। ইউপিডিএফ আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত বন্ধ করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। এখন আপনারা যদি অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড গুটিয়ে নেন তাহলে সংঘাত বন্ধ হবে।"

যেসব স্থানে সমাবেশ হয়: খাগড়াছড়ির কাইবোনছড়া, শিবমন্দির, পানছড়ির কলেজ গেইট, পুজগাং, ধুধুকছড়া, মহালছড়ি সদর, মাইসছড়ি, সিন্দুকছড়ি, মাটিরাঙ্গার বাল্যাছড়ি, আলুটিলা, গুইমারা, রামগড়ের পরশুরাম ঘাট, রিয়মরং পাড়া, পিলাক ও কালাপানি, মানিকছড়ির হাতিমুড়া ও টিলা পাড়া, লক্ষীছড়ি উপজেলায় যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া, চিল্যাতলী, বর্মাছড়ি ও বুদুকছড়ি, দীঘিনালা, বাবুছড়া, বড়াদম,কুদুকছড়ি, সাপছড়ি, বন্দুকভাঙা, নান্যাচর উপজেলা সদর, ঘিলাছড়ি, সাবেক্ষ্যং, বেতছড়ি বাজার, বিলাইছড়ি, বাঘাইছড়ি সদর, রূপকারী, বঙ্গলতলী, সাজেক ইউনিয়নের মাজলং, গঙ্গারাম দোর, রাজস্থলী, কাউখালি উপজেলার দেবা পাড়া, পানছড়ি, নাভাঙ্গা, ডাবুয়া, দোজ্জা পাড়া, চৌধুরী পাড়া ও বান্দরবান সদর সহ বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত সমাবেশ সমূহতে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পানছড়ির উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা,

২য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে নারী নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত
পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নারীদের লড়াকু সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে খাগড়াছড়িতে নারী নির্যাতন বিরোধী বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা, নারী অধিকার, ভূমি অধিকারসহ সহ পাহাড়ি জনগণের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নারী নির্যাতন বিরোধী সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

গত ২০ নভেম্বর, রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কায়্যাচিং মারমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের পূর্ব-৩ এর সদস্য সচিব এ্যাড. আমির আব্বাস, ল্যাম্প পোস্টের সম্পাদক নাহিদ সুলতানা লিসা, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের চট্টগ্রাম জেলা সদস্য মুসরাত জাহান ছেটিন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরাপদ তালুকদার,৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মেম্বার সাকিমা ত্রিপুরা, সাজেক নারী সমাজের সদস্য সচিব নিরূপা চাকমা ও ঘিলাছড়ি নারী সমাজের সদস্য কাজলী ত্রিপুরা। এছাড়া নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে রোজিনা ত্রিপুরা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান। সমাবেশে তিন সহস্রাধিক নারী অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নারীদের ওপর যৌন হামলা-নিপীড়ন দিন দিন বেড়ে চলেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ২১ জন পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ৩ জনকে। এ ছাড়া ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন ৮ জন। ধর্ষিতাদের মধ্যে ৪ বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী রয়েছেন। প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা সেটেলার ও সেনা সদস্যরা এ সব ধর্ষণ ও ধর্ষণ-প্রচেষ্টার সাথে জড়িত রয়েছে। একইভাবে সমতলেও প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পাহাড়ি নারীদের জন্য পুরো

২য় পাতায় দেখুন

রাঙামাটির ডিসি বাংলো থেকে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়কটি রুণু খাঁর নামে উৎসর্গ করার দাবি

রাঙামাটির ডিসি বাংলো থেকে রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়কটি ব্রিটিশ আগ্রাসন বিরোধী লড়াইয়ের বীর রুণু খাঁ নামে উৎসর্গের দাবি জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে যুব সমাজের অগ্রণী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম। গত ১৪ নভেম্বর সংগঠনের সভাপতি মন্তুন কুমার চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় সড়কটি প্রাক্তন জেলা প্রশাসক এইচটি ইমামের নামে করায় যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে যুব নেতৃদ্বয় প্রাক্তন জেলা প্রশাসক এইচটি ইমামকে সাম্প্রদায়িক ও এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব আখ্যায়িত করে বলেন, '৭১ সালে তার ষড়যন্ত্রের কারণে পাহাড়ি যুবকদের বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে নি, সুকৌশলে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। মি. ইমাম তৎকালীন পতনোন্মুখ পাকিস্তান সরকারের অর্থ তছরুপ করে ভারতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষজ্ঞ সেজেছিলেন। তার প্ররোচনায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়ে আগরতলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন কুমার কোকনাদাক্ষ রায়। সে সময় পাহাড়ি পাড়া গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও লুটতরাজের ঘটনার পেছনেও তার প্ররোচনা ছিল বলে লোকের ধারণা।

বিবৃতিতে যুব নেতৃদ্বয় আরও বলেন, রাঙামাটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক একজন বিতর্কিত ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির নামে করা হলে তা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে উস্কে দেবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনতা বিশেষত প্রতিবাদী ছাত্র-যুব সমাজ কখনই তা মেনে নেবে না।

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান

প্রথম পাতার পর

পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ যেন এক উন্মুক্ত বন্দীশালা। তাদের জীবনে কোন নিরাপত্তা নেই। ঘরে-বাইরে, বনে-জঙ্গলে জুম ঘরে কর্মস্থলে কোথাও তারা নিরাপদ নয়। তারা নিরাপদে বাড়িতে একা থাকতে পারে না, স্কুলে যেতে পারে না, ক্ষেত খামারে কাজ করতে পারে না, মাঠে গরু চড়াতে পারে না, বন থেকে লাকড়ি আনতে পারে না, কুয়ো থেকে পানি আনতে পারে না, বিহারে মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেতে পারে না — সবখানে ওঁৎ পেতে রয়েছে মানুষরূপী নরপশুরা।

বক্তারা বলেন, ইদানিং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি নারীরাও যৌন হামলার শিকার হচ্ছেন। সমতলের নারীদের মতো তারাও ঘরের বাইরে নিরাপদ নন। এ দিক দিয়ে পাহাড়ি ও বাঙালি নারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বক্তারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পাহাড়ি ও বাঙালি নারীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের জন্য দায়ি কোন সেনা কর্মকর্তা, সদস্য ও সেটলারকে আজ পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়নি। ১৯৯৬ সালে অপহৃত ও নিখোঁজ হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার দোসরদের আজও বিচার করা হয়নি। তদন্ত রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি। পাহাড়ি নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো অপরাধীদের শাস্তি না হওয়া, অপরাধ করেও বিচারের সম্মুখীন না হওয়া।

বক্তারা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নারীরা তাদের ওপর নির্যাতন কখনোই নীরবে সহ্য করেনি। কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রতিবাদে সে সময় ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছিল। ২০০৯ সালে রাঙামাটির ঘিলাছড়িতে যমুনা চাকমাকে ধর্ষণ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে পাহাড়ি নারীরা গর্জে উঠেছিলেন। হাজার হাজার নারী সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাদের সেই আন্দোলন বৃথা যায়নি। সেনা কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছিল।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা, নারী অধিকার, ভূমি অধিকার সহ পাহাড়ি জনগণের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের কোন বিকল্প নেই। তাই পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য বক্তারা নারী সমাজ সহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই সংঘাতে ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু রক্ত ঝরেছে। বহু প্রাণ ক্ষয় হয়েছে। তাই আর সংঘাত নয়, ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে।

বক্তারা জনগণের এই ঐক্য সমঝোতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অবিলম্বে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করার জন্য সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নারী নির্যাতনের সাথে জড়িত সকল সেনা অফিসার, সদস্য ও সেটলারদের বিচার, যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের (পাহাড়ি ও বাঙালি) যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সহ তাদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা, কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিচার করা, সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার ও সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত ভূমি অধিকারসহ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি জানান।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ ও ঐক্য-সংহতির দাবিতে

প্রথম পাতার পর

বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সুদর্শন চাকমা, নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রীতিময় চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমা, দিঘীনালা উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শতরূপা চাকমা, নান্যাচর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কুমেন্দু চাকমা, কাউখালী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান অর্জুন মনি চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান নীতিমান চাকমা, ভাইবোন ছড়া ইউপি চেয়ারম্যান কান্তি লাল দেওয়ান, পানছড়ি সদর ইউপি চেয়ারম্যান অসেতু বিকাশ চাকমা, লতিবান ইউপি চেয়ারম্যান শান্তি জীবন চাকমা, লোগাঙ ইউপি চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা, বাবুছড়া ইউপি চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা, দিঘীনালা ইউপি চেয়ারম্যান চন্দ্র রঞ্জন চাকমা, বোয়ালখালী ইউপি চেয়ারম্যান চয়ন বিকাশ চাকমা, মহালছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাথোয়াই মারমা, মাইসছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শান্তশীল চাকমা, কিয়াংঘাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিরণ চাকমা, সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুইচুপ্রু মারমা, কুদুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু বিকাশ চাকমা, সাপছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শিমুল বিকাশ চাকমা, নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ চাকমা, ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা, বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান প্রমোদ খীসা, সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুপন চাকমার (সুশীল জীবন), খাগড়া ইউপি চেয়ারম্যান থুইমং মারমা, কলমপতি ইউপিচেয়ারম্যান কাজাই মারমা, বাঘাইছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অলিভ চাকমা, মারিশ্যা ইউপি চেয়ারম্যান তন্দ্রমনি চাকমা, বঙ্গলতলী ইউপি চেয়ারম্যান তারুণ্য চাকমা, সাজেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের মেম্বার, হেডম্যান, কার্বারী, শিক্ষক ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা ও ভাইস চেয়ারম্যান অমর তঞ্চঙ্গ্যা বিলাইছড়িতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

পানছড়ি ও দিঘীনালায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের

৮ম পাতার পর

নিকোলাস চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক রিকো চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রভাকর চাকমা ও ৩নং পানছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সেবিকা চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুনাকে চাকমা ও পরিচালনা করেন বরুন বিকাশ চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে সরকার নানা ধরনের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। পাহাড়ি জনগণকে বিভক্ত রেখে শাসক গোষ্ঠি জাতি ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। যুব সমাজকে আন্দোলন বিমুখ করে অধঃপতনের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা চলছে। মদ, গাঁজা, হেরোইন সহ বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য যুব সমাজের হাতে তুলে দিয়ে সমাজের উদীয়মান শক্তিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চলছে। বক্তারা সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মোকাবেলা করে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা সন্তু লারমার উদ্দেশ্যে বলেন, আর রক্তের হোলি খেলা নয়। অচিরেই সংঘাত বন্ধ করে সমঝোতার পথে আসুন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। অন্যথায় জাতি কখনো আপনাকে ক্ষমা করবে না।

অধিবেশন শেষে বরুণ বিকাশ চাকমাকে সভাপতি, সুনাকে চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুসময় চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পানছড়ি উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

অন্যদিকে, গত ২৪ নভেম্বর দিঘীনালা উপজেলা শাখার কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করেন দিঘীনালা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা। শান্তবীর চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক দেবদত্ত ত্রিপুরা প্রমুখ।

অধিবেশন শেষে বিধান চাকমাকে সভাপতি, আলো জীবন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রিপন ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট দিঘীনালা উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ : ইত্তেফাক ও প্রথম আলো পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ

গত ২১ অক্টোবর লক্ষীছড়িতে র‍্যাবের সাথে বোরকা পার্টি সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধের প্রকৃত চিত্র চাপা দিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সেনা কর্তৃপক্ষকে বাঁচানোর চেষ্টা ও ঘটনার সাথে ইউপিডিএফকে জড়িয়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে এবং দৈনিক ইত্তেফাক ও প্রথম আলো পত্রিকার কপি পুড়িয়ে দিয়েছে। ২২ অক্টোবর শনিবার বিকাল ৩টায় বিক্ষোভ মিছিলটি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ এলাকা থেকে শুরু হয়ে স্বনির্ভরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আপ্রুসি মারমা বক্তব্য রাখেন।

আপ্রুসি মারমা তার বক্তব্যে বলেন, লক্ষীছড়িতে র‍্যাব-বোরকা পার্টি সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও সেনা কর্তৃপক্ষকে বাঁচাতে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে সন্ত্রাসীদের রক্ষার চেষ্টার অংশ হিসেবে ইত্তেফাক পত্রিকার খবরে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ না করে ঘটনার সাথে ইউপিডিএফকে জড়ানো হয়েছে, যা একেবারেই মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

অন্যদিকে, প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে প্রকৃত ঘটনা চাপা দিয়ে বোরকা সন্ত্রাসী দলের মূল হোতা অনিল চাকমাকে জেএসএস আঞ্চলিক চিহ্নিত করার মাধ্যমে তার আসল সন্ত্রাসী চেহারাকে আড়াল করা হয়েছে। যা সন্ত্রাসী গোষ্ঠিকে রক্ষা করারই শামিল।

তিনি অবিলম্বে বোরকা সন্ত্রাসীদের মূল হোতা অনিল চাকমা সহ অন্যান্যদের গ্রেফতার করে বোরকা পার্টির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার জোর দাবি জানান।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে দৈনিক ইত্তেফাক ও প্রথম আলো পত্রিকার কপি পুড়িয়ে দেয়া হয়।

কাউখালীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক

৩য় পাতার পর

এবং রূপন চাকমা ভোকেশনালের নবম শ্রেণীর ছাত্র। তারা উভয়েই পোয়া পাড়ায় অবস্থান করে লেখাপড়া করছে। রূপন চাকমা চলমান বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেয়।

ঘটনার দিন রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার সময় কাউখালী আর্মি ক্যাম্প থেকে মেজর সাকিরের নেতৃত্বে একদল সেনা পোয়া পাড়া গ্রামে হানা দেয়। এ সময় উৎপল চাকমা ও রূপন চাকমা একটি বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন। সেনারা প্রথমে বাড়িটির চারদিক ঘেরাও করে এবং পাইছি পাইছি বলে চিৎকার দেয়। এরপর সেনারা তাদেরকে ঘুম থেকে তুলে অস্ত্র গুজে দিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে তাদেরকে কাউখালী থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

লক্ষীছড়িতে র‍্যাবের সাথে

১০ম পাতার পর

অনিচ্ছুক লক্ষীছড়ি বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী এই সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। তাদেরকে প্রতিনিয়ত চাঁদা দিতে হয়। প্রশাসন এসব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রাণের ভয়ে আমাদের চাঁদা দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনী ও সন্তু লারমার মদদে বোরকা সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি সেনা জোন ও থানা থেকে কয়েকশ' গজ দূরে ধুর্মাছড়িতে আস্তানা গড়ে তুলে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছিল। গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারা নির্মল চাকমাকে গুলি করে খুন করে, গত ২ অক্টোবর ধন কুমার চাকমাকে তার শ্বশুর বাড়ি থেকে অপহরণ করে এবং সর্বশেষ ৯ অক্টোবর লক্ষীছড়ি বাজার থেকে কানা চাকমা নামে এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তারা অপহরণ করে। প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা এসব অপকর্ম করলেও এতদিন প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১১" বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে বিক্ষোভ

ইউএনডিপির আর্থিক সহযোগিতায় পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "আগামী ৫-১০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব" বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে উক্ত তথাকথিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত ২৭ নভেম্বর ২০১১, রবিবার বেলা ২টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক বিপুল চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রিনা চাকমা। অন্যদিকে পানছড়িতে দুপুর ১টায় পানছড়ি কলেজ গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে পানছড়ি বাজারের ব্রিজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমেধ চাকমা।

এছাড়া রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচরে দুপুর সেড়টায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নান্যাচর ৫ম পাতায় দেখুন

লক্ষ্মীছড়ির যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় সেনা তল্লাশী

লক্ষ্মীছড়ি প্রতিনিধিঃ গত ১৭ অক্টোবর, সোমবার খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোন থেকে ৪ টি গাড়িতে করে ৩৫-৪০ জনের একদল সেনা রাত পৌনে ১২টার দিকে যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ার বুদ্ধ চাকমা (৩৪) পিতা মৃত কিনাধন চাকমার বাড়িতে হানা দেয়। সেনাদের সাথে কৃপাসুখ চাকমাসহ ৩-৪ জন বোরকা সন্ত্রাসীও ছিল। সেনারা প্রথমে বাড়ির চারিদিকে ঘেরাও করে তারপর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির সকল জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। সেনারা রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এ তল্লাশী অভিযান চালায়। এ সময় বুদ্ধ চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। সেনারা বুদ্ধ চাকমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী মানেক ধন চাকমাকে লাঠি দিয়ে বাম হাতে আঘাত করে এবং তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে যায়।

ব্যাপক তল্লাশীর পরও বেআইনী কোন কিছু না পেয়ে চলে যাবার সময় সেনারা বুদ্ধ চাকমার স্ত্রীকে বলে যে, অসময়ে তোমাদের অনেক কষ্ট দিতে হলো। স্যারের (জোন কমান্ডারের) নির্দেশ ছিল তাই আমরা আসতে বাধ্য হয়েছি।

বাঘাইছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতার বাড়িতে সন্তু-মাহবুব বাহিনীর হামলা

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধিঃ

গত ১৬ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে বঙ্গলতলী ইউনিয়নের বি ব্লকে সন্তু-মাহবুব বাহিনীর ১৫ সদস্যের একটি সশস্ত্র দল গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য ও বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি চিত্তধন চাকমার বাড়িতে হানা দেয়। তবে সন্ত্রাসীরা আসার মিনিট খানেক আগেই চিত্তধন চাকমা সরে যেতে সক্ষম হন। তাকে অপহরণ অথবা খুন করার উদ্দেশ্যে এই হামলা চালানো হয়েছে। সন্ত্রাসীরা বিমল চাকমা ও মিতু চাকমার বাড়িতেও হামলা চালায়। তারা মিষ্টি চাকমা, রূপ কুমার চাকমা ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে যায়। দাজ্জাছড়ার শখিরা চাকমা ও কদমতলী গ্রামের কোকিলা চাকমা এতে নেতৃত্ব দেয়।

এছাড়া সন্ত্রাসীরা এলাকাবাসীর মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করছে, বিভিন্ন জনকে হুমকী দিচ্ছে ও মোটা অংকের চাঁদা দাবি করছে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক সমশান্তি চাকমা উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসীরা আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ও ডিজিএফআই-এর মেজর মাহবুব এর মদদপুষ্ট। তারাই তাদেরকে অস্ত্র ও গোলা বারুদের যোগান দেয়। গত ১৫ এপ্রিল বৈসাবির একদিন পর মেজর মাহবুব সন্তু গ্রুপের সদস্য আবিষ্কার বাবুর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে গেলে বাঘাইছড়িতে জনতা তাকে ধরে ফেলেছিল।

ইউপিডিএফ নেতা বলেন, সন্তু লারমা ও মাহবুবের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে সন্ত্রাসীরা এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীরা বাঘাইছড়ির তালুকদার পাড়ায় ইউপিডিএফ সদস্য মোহন লাল চাকমাকে (৪০) গুলি করে খুন করে। ১৩ এপ্রিল জেএসএস এমএন লারমা গ্রুপের সদস্য চিন্তামনি চাকমা ও তার দুই বছরের মেয়ে অর্কি চাকমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে খুন করে। ২৯ মে জেএসএস এমএন লারমা গ্রুপের সদস্য সনিময় চাকমা ওরফে সোহেল চাকমাকে (৩২) বাঘাইছড়ি তালুকদার পাড়ায় খুন করে।

সমশান্তি চাকমা এলাকার জনগণকে রক্ষার জন্য বর্তমানে বাঘাইছড়ির কদমতলীতে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘটনার প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ ও সহযোগী সংগঠনের ১২ সদস্য গ্রেফতার, পরে ৯ জনের মুক্তি

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার সুবলঙ থেকে গত ৭ অক্টোবর শুক্রবার রাতে সেনাবাহিনী ইউপিডিএফ ও সহযোগী সংগঠনের ১২ জন সদস্যকে গ্রেফতার করে রাঙ্গামাটির কোতোয়ালী থানায় নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মহারঞ্জন চাকমা, বিকল্প চাকমা, হেমন্ত চাকমা, বাবুল চাকমা, সুমন্ত চাকমা, জ্যোতি চাকমা, নয়ন চাকমা, জীবন চাকমা, শুভ চাকমা, কালাধন চাকমা, কালাচান চাকমা ও রিপন চাকমা। এসময় তারা সুবলঙ বাজারে অবস্থিত ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। পরদিন ৮ অক্টোবর কোতোয়ালী থানা পুলিশ মহারঞ্জন চাকমা, বিকল্প চাকমা ও বাবুল চাকমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অস্ত্র মামলা রুজু করে বাকী ৯ জনকে ছেড়ে দেয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক অলকেশ চাকমা এ ঘটনাকে "সাজানো নাটক ও পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র" আখ্যায়িত করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ইউপিডিএফ এর সুবলঙ অফিসটি তিন দিকে কাপ্তাই লেকের পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত ও অন্যদিকে কয়েকশত গজ দূরে পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে একটি সেনা ক্যাম্প। রাত ৯টার দিকে একদল সেনা সদস্য অফিসে আসেন এবং এক সেনা অফিসার সেখানে অবস্থানরত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম জুরাছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি মহারঞ্জন চাকমাসহ ১২ জন ইউপিডিএফ সদস্যকে অফিসের ছাদে নিয়ে গিয়ে গল্পগুজব করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর ইউপিডিএফ-এর একজন সদস্য নীচে নেমে খাওয়ার পানি আনতে চাইলে তিনি তাকে "এখন না, এখন না" বলে বাধা দেন। এর কিছু সময় পর নীচে "পাইছি, পাইছি" বলে চিৎকার শোনা যায়। সুবলঙ এলাকাটি বরকল থানার অধীনে হলেও আর্মিদের সাথে এ সময় রাঙ্গামাটির কোতোয়ালি থানা থেকে একদল পুলিশ সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। পরে আর্মিরা একটি ভাঙ্গা ৯এমএম পিস্তল, ২রাউন্ড কার্তুজের গুলি, কয়েক হাজার টাকা ও কিছু কাগজপত্র অফিস থেকে উদ্ধার করেছে বলে উপস্থিত লোকজনের কাছে দাবি করে। রাত পৌনে একটার দিকে ইউপিডিএফ সদস্যদেরকে রাঙ্গামাটির কোতোয়ালি থানায় চালান দেয়া হয়।

অলকেশ চাকমা ইউপিডিএফ-এর সুবলঙ অফিস থেকে অস্ত্রসহ বেআইনী জিনিসপত্র উদ্ধারের দাবিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "এই অস্ত্র উদ্ধার নাটকের নেপথ্যে রয়েছে সন্তু গ্রুপ। জেএসএস এর সন্তু গ্রুপ দীর্ঘ দিন ধরে উক্ত অফিসটি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। গত জরুরী অবস্থার সময় তারা রাঙ্গামাটি থেকে সদলবলে গিয়ে অফিসটি জোরপূর্বক তাদের দখলে নেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সাধারণ জনগণের প্রতিরোধের মুখে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জোর করে দখলে ব্যর্থ হওয়ার পর তারা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই গতকাল সন্তু গ্রুপের লোকজন নেপথ্যে থেকে ইউপিডিএফ অফিসে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে।"

ইউপিডিএফ নেতা অবিলম্বে আটককৃতদের মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা তুলে নেয়ার দাবি জানান।

মাটিরাঙ্গার তাইন্দং-এ পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলা

তাইন্দং প্রতিনিধিঃ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং-এর হেডম্যান পাড়ায় সেটলারা হামলা চালিয়েছে। গত ১২ অক্টোবর রাত অনুমানিক সাড়ে দশটার সময় তারা এ হামলা চালায়। এ সময় তারা কয়েকজনের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়।

জানা যায়, দুপুরে তাইন্দং এলাকার ৭/৮ জন সেটলার বাড়িমুড়ো নামক টিলা(যা পাহাড়িদের দখলীয়) থেকে বাঁশ কাটতে গেলে কে বা কারা তাদের মারধর করেছে বলে স্থানীয় তাইন্দং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলামের কাছে তারা অভিযোগ করে। এ ঘটনার পর চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম হেডম্যান পাড়ার পার্শ্ববর্তী দোয়া পাড়ার মুরুব্বী ফনীভূষণ চাকমাসহ কয়েকজনকে ডেকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং সেটলাররা উত্তেজিত হয়েছে বলে তাদের জানান। তবে যাতে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা না ঘটে সেজন্য চেষ্টা করছেন বলেও তিনি ফনীভূষণ চাকমাদেরকে আশ্বস্ত করেন এবং বাঙালিদেরও উত্তেজনা সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর ফনীভূষণ চাকমাসহ অন্যরা সেখান থেকে বাড়িতে চলে আসেন। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ৫০-৬০ জনের একদল সেটলার হঠাৎ করে হেডম্যান পাড়ায় হামলা চালায়। তারা চিৎকার দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে বাড়িঘরে আঘাত করতে থাকে। তাদের চিৎকার শুনে পাহাড়িরা সবাই ভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। এ সুযোগে সেটলাররা কয়েকজনের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়।

যাদের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে তারা হলেন, তীর্থ রায় ত্রিপুরা(৫৫) পিতা- অজ্ঞাত, জীবন মোহন ত্রিপুরা(৮০) পিতা-অজ্ঞাত, শান্তি ত্রিপুরা (প্রাক্তন মেম্বার) বয়স ৫০ ও অনন্ত ত্রিপুরা(৫৫)। এর মধ্যে তীর্থ রায় ত্রিপুরা থেকে ছাগল ১টি, শান্তি ত্রিপুরা থেকে একটি সোনার চেইন, শো-কেস ভেঙে নগদ ১০ হাজার টাকা, কানফুল এক জোড়া, ভিসিডি সেট ১টি, সোলার ব্যাটারি ১টি ও মোবাইল ১টি লুট করে নিয়ে যায়। আর অনন্ত ত্রিপুরার বাড়ির দরজা-জানালা ভেঙে দেয় এবং ২ বস্তা চাউল লুট করে নিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বিজিবি সদস্যরা ও তাইন্দং ইউপি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং রাত সাড়ে ১১টার সময় উভয় সম্প্রদায়কে স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্পে ডেকে একটা মীমাংসা করে দেয়া হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও ভবিষ্যতে আবারো বাঙালিরা এধরনের হামলা করতে পারে বলে পাহাড়িরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত না হয় তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন

কাউখালীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারের ২০ দিন পর দুই স্কুল ছাত্রের জামিনে মুক্তি লাভ

রাঙ্গামাটির কাউখালীর পোয়া পাড়া থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত দুই স্কুল ছাত্র প্রায় ২০ দিন কারান্তরীণ থাকার পর গত ১৬ নভেম্বর দুই স্কুল ছাত্র জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। গত ২৮ অক্টোবর শুক্রবার সেনাবাহিনী তাদের গ্রেফতার করে অস্ত্র গুজে দিয়ে কাউখালী থানায় হস্তান্তর করলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে রাঙ্গামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন উৎপল চাকমা (১৬) পিতা শশী ভূষণ চাকমা, গ্রাম ভিতি পাড়া, ফটিকছড়ি ইউনিয়ন, কাউখালী ও রূপন চাকমা (১৫) পিতা নবীন কুমার চাকমা, গ্রাম বড় দাতাঙ্গা, কাউখালী। এর মধ্যে উৎপল চাকমা পিসিপি'র কাউখালী থানা শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং রূপন চাকমা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একজন সদস্য। তারা দু'জনই পোয়া পাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। উৎপল চাকমা এসএসসি পরীক্ষার্থী ২য় পাতায় দেখুন

লক্ষ্মীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অপহৃত

গত ৯ অক্টোবর রবিবার লক্ষ্মীছড়ি বাজার থেকে বোরকা সন্ত্রাসীরা এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে। তার নাম কানা চাকমা (কানায়া) বয়স: ২৯ পিতার নাম রাঙো মনি চাকমা, গ্রাম লক্ষ্মীছড়ি মধ্য পাড়া। সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হওয়ায় ভালোভাবে চোখে দেখতে পান না। বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে কোন রকমে জীবন যাপন করছেন। ঘটনার দিন লক্ষ্মীছড়ি বাজারের হাটবার হওয়ায় কানা চাকমা বাজারে এসেছিলেন। বেলা পৌনে ৩টার সময় বোরকা সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে ঘূর্ণীছড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে মারধর করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। পরদিন ১০ অক্টোবর বিকালে সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয়।

এ ব্যাপারে লক্ষ্মীছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র চাকমার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন আগামীকাল অর্থাৎ ১০ অক্টোবর সোমবার তাঁদের জিম্মায় অপহৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে অপহরণকারীরা তাঁকে জানিয়েছে।

তবে, লক্ষ্মীছড়ি থানার ওসি মোঃ কামরুল হাসান-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোন কিছুই জানেন না বলে জানান।

২য় বর্ষ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা । ৩০ নভেম্বর ২০১১ ।

জাতীয় ডাক

রাঙামাটির জুরাছড়ি ও বন্দুকভাঙায় সন্তু গ্রুপের হামলায় তিন ইউপিডিএফ সদস্য নিহত, এক গ্রামবাসী আহত

রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ি ও বন্দুকভাঙায় জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের পৃথক দুটি হামলায় তিন জন ইউপিডিএফ সদস্য নিহত ও একজন গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়েছেন।

গত ১০ নভেম্বর ,বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে জুরাছড়ির দিলাতলি এলাকায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় এক ইউপিডিএফ সদস্য নিহত হয়েছে এবং অপর এক গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়েছে। নিহত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম অমূল্য ধন চাকমা ওরফে রিপেন (৪৩) পিতা- দীন মোহন চাকমা, গ্রাম দার্মা পাড়া, নানাচর এবং আহত ব্যক্তির নাম সমিরণ চাকমা (৩৫) পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম দিলাতলি, জুরাছড়ি।

সকাল আনুমানিক পৌনে ১১টার দিকে দিলাতলি এলাকার শিলছড়ি বাজারের সন্নিকটে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয় দিলাতলি গ্রামের বাসিন্দা সমিরণ চাকমাকে সাথে নিয়ে অমূল্য ধন চাকমা সাংগঠনিক কাজে যাচ্ছিলেন। যাবার পথে ভাগ্যগালা লম্বর নামক স্থানে পৌঁছলে অমর চাকমা ওরফে জলীর নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের ৭/৮ জনের একদল সন্ত্রাসী তাদের উপর অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা চালায় সেন্ত্রাসীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই অমূল্য ধন চাকমা নিহত হন এবং সমীরণ চাকমা গুরুতর আহত হন।

অন্যদিকে ২৯ অক্টোবর শনিবার রাঙামাটি সদরের বন্দুক ভাঙায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে। নিহতরা হলেন বিন্দু লাল চাকমা (২৮) পিতার নাম বিলাস চন্দ্র চাকমা, গ্রাম আমছড়ি (মানিকছড়ি), সাপছড়ি ইউনিয়ন ও শরবিন্দু চাকমা (২৮) পিতার নাম রাঙোমনি চাকমা গ্রাম ছারাছড়ি দোর, কাউখালি। সকাল আনুমানিক সাড়ে এগারটার দিকে বন্দুকভাঙার মগপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রাঙামাটির চক্রপাড়া থেকে সন্তু বাহিনীর সশস্ত্র গ্রুপের কমান্ডার জলী চাকমা ও সুপ্রীয় চাকমার নেতৃত্বে ৭-৮ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাতে মগপাড়ায় গিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। সন্ত্রাসীদের তৎপরতার খবর পেয়ে ইউপিডিএফ সদস্যরা সতর্ক ছিল। কিন্তু এগারটার দিকে সন্ত্রাসীরা চলে গেছে মনে করে সাংগঠনিক কাজে বের হলে সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় বিন্দুলাল চকমা ও শরবিন্দু চাকমা পালানোর চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা গুলি করতে করতে তাঁদের ধাওয়া করে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে বিন্দুলালেরমৃত্যু হয় এবং শরবিন্দু ধরা পড়েন। সন্ত্রাসীরা শরবিন্দুর চোখ বেঁধে প্রথমে মারধর ও পরে মাটিতে ফেলে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক ধ্রুব জ্যোতি চাকমা উক্ত এক বিবৃতিতে সন্ত্রাসী হামলায় উক্ত দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে খুনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি সন্তু লারমাকে সরকারের দালাল আখ্যায়িত করে বলেন, "সন্তু লারমা শ্রীমুখে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনের লম্বা লম্বা কথা বললেও সরকারের বিরুদ্ধে কোন কর্মসূচী না দিয়ে ইউপিডিএফের নেতাকর্মীদেরকেই একের পর এক পাখির মতো গুলি করে হত্যা করছেন। আর তার এ কাজে সরকার ও সেনাবাহিনী তাকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে।"

ইউপিডিএফ নেতা সন্তু লারমাকে আত্ম ধ্বংসের পথ পরিহার করে জনগণের ঐক্য ও সমঝোতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরামর্শ দেন।

রামগড়ে বৌদ্ধ বিহারে সেনা হামলার নিন্দা

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) রামগড় উপজেলা ইউনিটের সংগঠক অপু ত্রিপুরা গত ২১ নভেম্বর সোমবার এক বিবৃতিতে কালাপানি বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু ও তাদের সাহায্যকারীদের নির্যাতন ও হয়রানির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ২০ নভেম্বর রাত আনুমানিক ৯টার সময় সিন্দুকছড়ি জোনের একদল সেনা খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার কালাপানি বৌদ্ধ বিহারে যায়। এ সময় বিহারাধ্য আগাদাইমা ভিক্ষু বিহারে ছিলেন না। তিনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইন্দ্যামনি বিহারে গিয়েছিলেন। সেনারা বিহারে অবস্থানকারী কাচারা শ্রমণ (শিক্ষানবীশ ভিক্ষু), উথোয়াই সিং মারমা (১৩) পিতা অম্যা মারমা ও চাইশোথোয়াই মারমা (১৫) পিতা উগ্য মারমাকে বিহারে ইউপিডিএফ মিটিং করেছে কিনা, মিটিংএ কারা কারা উপস্থিত ছিল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতে থাকে। উত্তরে তারা বিহারে এ ধরনের কোন মিটিং হয়নি বলে জবাব দিলে সেনারা উথোয়াইসিং মারমাকে মারধর করে। সেনারা তাদেরকে গাড়িতে তুলে জোনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এ সময় বিহারাধ্য আগাদাইমা ভিক্ষু চাইন্দ্যামুনি থেকে ফিরে এসে সেনাদের দেখতে পান। সেনারা তাকেও হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে সেনারা কাউকে আটক না করে জোনে ফিরে যায়।

ইউপিডিএফ নেতা উক্ত হয়রানির ঘটনাকে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ আখ্যায়িত করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে জড়িত সেনা সদস্যদের শাস্তির দাবি জানান।

সিন্দুকছড়ি জোন কমান্ডারের ক্ষমা প্রার্থনা

উক্ত ঘটনাটি বিভিন্ন ব্লগ সাইটের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে প্রচারিত হওয়ায় চাপের মুখে ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২১ নভেম্বর বিকাল ৫টার দিকে সিন্দুকছড়ি জোন কমান্ডার লে: কর্নেল আশরাফ গুইমারার কয়েকটি মারমাকে সাথে নিয়ে কালাপানি বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ঘটনার জন্য বিহারাধ্যক্ষ আগাদাইমা ভিক্ষুর কাছ থেকে ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন।

লক্ষীছড়ির বর্মাছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক ৩ গ্রামবাসী অপহৃত

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা ৩ গ্রামবাসীকে অপহরণ করেছে। অপহৃতরা হলেন দণি গুকনাছড়ি গ্রামের মৃত বিদ্যাধর চাকমার ছেলে শান্তি কুমার চাকমা (৪৫), মৃত বিরাজ মনি চাকমার ছেলে আনন্দ চাকমা (৪৬) ও উত্তর গুকনাছড়ি গ্রামের রঞ্জন মোহন চাকমার ছেলে সুরেশ কান্তি চাকমা (৩৮)।

গত ১৬ নভেম্বর মধ্যরাত আনুমানিক ১২টার সময় লক্ষীছড়ি সদর থেকে ইন্দ্র মাষ্টারের নেতৃত্বে ১২-১৪ জনের একদল বোরকা সন্ত্রাসী বর্মাছড়ি ইউনিয়নের গুকনাছড়ি গ্রামে হানা দেয়। এ সময় বোরকারা বাড়ি ঘেরাও করে উপরোক্ত তিন গ্রামবাসীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এ ছাড়া সন্ত্রাসীরা গ্রামের বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এর মধ্যে ধুকা চাকমার কাছ থেকে ১টি, স্বাধীন কুমারের ছেলের কাছ থেকে ১টি, ললিত কান্তি চাকমার কাছ থেকে ১টি, বন কুমার চাকমার কাছ থেকে ১টি, বাবুল কান্তি চাকমার (অপহৃত শান্তি কুমার চাকমার ছেলে) ১টি ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১টি ও রাজেন্দ্র চাকমার কাছ থেকে ১টি মোবাইল ফোন বোরকারা কেড়ে নিয়ে যায়।

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) লক্ষীছড়ি উপজেলা শাখার সংগঠক শুক্র চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত অপহরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে অপহৃতদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বোরকা সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি থানা থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে সেনা জোনের কাছে ত্বর্ণাছড়িতে অবস্থান করে দীর্ঘ দিন ধরে খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি ও মুক্তিপণ আদায়সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। গত ২১ অক্টোবর র‍্যাব সদস্যরা তাদের আস্তানায় হামলা চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। এরপরও বোরকা দুর্বৃত্তরা স্থানীয় প্রশাসনের নাকের ডগায় তাদের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইউপিডিএফ নেতা বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবাদে: বাজার বয়কট

এদিকে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্তৃক উক্ত তিন ব্যক্তিকে অপহরণের প্রতিবাদে ও অপহৃতদের উদ্ধারের দাবিতে গত নভেম্বর বৃহস্পতিবার লক্ষীছড়ির বর্মাছড়ি বাজার, কুলুকছড়ি, যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া ও চিল্যাতলীতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোরকা পার্টি প্রতিরোধ কমিটি এই সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ থেকে আগামী শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে অপহৃত তিন গ্রামবাসীকে উদ্ধার করা না হলে কিংবা ছেড়ে দেয়া না হলে পরদিন রবিবার থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহ লক্ষীছড়ি বাজার বয়কট করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বর্মাছড়ি বাজার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অলকেশ চাকমা, কুলুকছড়িতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অর্জুন চাকমা ও দেব মোহন চাকমা। এছাড়া লীছড়ি সদর ইউনিয়নের যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া ও দুল্যাতলী ইউনিয়নের চিল্যাতলীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত গত আড়াই বছরে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা দুই ব্যক্তিকে খুন, ১৮ জনকে অপহরণ, প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান দশরথ তালুকদারসহ ৫০ ব্যক্তিকে মারধর ও কয়েক লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছে। তারপরও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় লক্ষীছড়ি বাজারে থাকে বলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকজন ভয়ে থানায় অভিযোগ দিতে পারে না।

বক্তারা অবিলম্বে অপহৃতদের উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বলেন, শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে উদ্ধার করা না হলে পরদিন রবিবার থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহের জন্য লক্ষীছড়ি বাজার বয়কটের ঘোষণা দেয়া হয়।

লক্ষীছড়ি সেনা জোনে আইন শৃঙ্খলা মিটিঙে বোরকা সন্ত্রাসীদের আমন্ত্রণ!

লক্ষীছড়ি প্রতিনিধি ।

লক্ষীছড়ি সেনা জোনে গত ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা মিটিঙে অপহরণকারী বোরকা সন্ত্রাসীদের হোতা দেব রঞ্জন চাকমা ওরফে ধীমানকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে লক্ষীছড়ি সেনা জোনের নতুন জোন কমান্ডার সাজেদুল ইসলামের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। ত্রিদিও শরীফুল ইসলামের উত্তরসূরী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তা দিবালোকের মতোই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সেদিন মিটিঙে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে জোন কমান্ডার বলেন, ইউপিডিএফ রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাই ইউপিডিএফ-কে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে প্রতিহত করা হবে।" তবে বর্মাছড়ি থেকে অপহৃত তিন গ্রামবাসীকে উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে কোন কথা না বলে জোন কমান্ডার বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যান।

এর আগে গত ১৯ নভেম্বর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে অনুষ্ঠিত অপর এক আইন শৃঙ্খলা মিটিঙে উক্ত সেনা কমান্ডার বলেছিলেন, 'বর্মাছড়ির গুকনাছড়ি থেকে যারা (বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক) অপহৃত হয়েছেন তাদের ছেলে ও ভাই ইউপিডিএফ করছে। কাজেই তারাও ক্রিমিনাল।'

সেদিন মিটিঙে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ জোন কমান্ডারের এই বক্তব্যকে কেউই মেনে নিতে পারেনি। এক জনপ্রতিনিধি তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন ছেলে বা ভাই ইউপিডিএফ করছে বলে তার দায় কো বাবা বা ভাইয়ের উপর বর্তাতে পারে না।"

ইউপিডিএফ লক্ষীছড়ি ইউনিটের সংগঠক শুক্র চাকমা আইন-শৃঙ্খলা মিটিঙে সন্ত্রাসী ও অপহরণকারীদের আমন্ত্রণ জানানোর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, "আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী সন্ত্রাসী, অপহরণকারী ও চাঁদাবাজদের আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনা বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন। এর মাধ্যমে সন্ত্রাসীদেরকে তাদের অপকর্মে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ ও ইন্ধন দেয়া হয়েছে।" তিনি বোরকা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য লক্ষীছড়ির সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

উক্ত সেনা কমান্ডারের এই বক্তব্যকে চরম অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, "ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক দল, শান্তিপূর্ণ পন্থায় আমরা আন্দোলন পরিচালনা করছি। কাজেই রাষ্ট্রদ্রোহী কোন কার্যকলাপে ইউপিডিএফের লিপ্ত থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অপরদিকে সেনাবাহিনীর কতিপয় কমান্ডারই ইউপিডিএফকে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম চালাতে প্রতিনিয়ত বাধা দিচ্ছে।"

শুক্র চাকমা বলেন উক্ত জোন কমান্ডারের উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে তিনি অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের পক্ষ অবলম্বন করছেন ও তাদের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করছেন।

ইউপিডিএফ নেতা অবিলম্বে বর্মাছড়ির গুকনাছড়ি থেকে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত তিন নিরীহ গ্রামবাসীকে উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বোরকা পার্টিকে ভেঙে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

সুবলঙ নাড়েইছড়ি থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক ৮ গ্রামবাসী অপহরণের পর মুক্তি

সুবলঙ প্রতিনিধিঃ

রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার সুবলঙ ইউনিয়নের নাড়েইছড়ি থেকে জেএসএস সন্তু গ্রুপ কর্তৃক ৮ গ্রামবাসী অপহৃত হয়েছেন। অপহৃতরা হলেন নাড়েইছড়ি গ্রামের কান্যারাম চাকমার ছেলে কালাচান চাকমা (৪২), রনজিত কার্বারীর ছেলে কিরণ চাকমা (২৮), জগত মোহন চাকমার ছেলে থুক্কুরো সিং চাকমা (৪৫), মৃত লাখা চাকমার ছেলে ফুলেশ্বর চকমা(৪৫), রাজেন্দ্র চাকমার ছেলে নিরতি লাল চাকমা (৪৭), হারবো চাকমার ছেলে শত্রু লাল চাকমা (৪৭), চন্দ্র চাকমার ছেলে রিপন চাকমা (২৫) ও জ্ঞান রঞ্জন রঞ্জন চাকমা (৩৫)।

জ্ঞন চাকমা (৩৫)।

জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী অমর চাকমা ওরফে জলী'র নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী নাড়েইছড়ি গ্রামে হানা দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা উপরোক্ত ৮ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদেরকে প্রায় ৭ ঘণ্টা আটক রাখার পর রাত ৮টার দিকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেয়ার সময় পরদিন ১৯ নভেম্বর শনিবার সকালে পাশের বলঙমৌন এলাকায় সন্তু গ্রুপের একটি মিটিঙে যোগ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে যায়। অন্যথা হলে প্রত্যেকের বাসায় 'দা এবং কোদাল' মজুদ রেখে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে যায়।

নির্দেশ মোতাবেক অপহৃতরা নির্ধারিত ওই মিটিঙে যোগ না দেওয়ায় পাশের পাহাড়ের উপর থেকে পরদিন ১৯ নভেম্বর দুপুর ১২টার দিকে সন্ত্রাসীরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চালায়।

রাঙামাটির বন্দুকভাঙায় সন্ত্র গ্রুপ কর্তৃক দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে হত্যা ও কাউখালীতে পিসিপি কর্মী গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রাঙামাটি জেলার বন্দুকভাঙায় জেএসএস সন্ত্র গ্রুপ কর্তৃক দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে হত্যা ও কাউখালী থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দুই কর্মীকে আটকের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে অবিলম্বে আটককৃত পিসিপি নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি ও ইউপিডিএফ সদস্যদের হত্যাকারী সন্ত্র গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অংকুরে বিনষ্ট করে দেয়ার সরকারী ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের অংশ হিসেবে একদিকে সন্ত্র গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দিয়ে একের পর এক ইউপিডিএফ সদস্যকে খুন করা হচ্ছে, অন্যদিকে, সেনাবাহিনীকে দিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে।

বক্তারা বলেন, সেনাবাহিনী ও সন্ত্র গ্রুপ যৌথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। সরকার তাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি জিইয়ে রেখে ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে।

খাগড়াছড়ি সদর : বেলা ২:৩০ টার সময় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানখাইয়া পাড়া থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে মধুপুর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা, খাগড়াছড়ি সদর থানা শাখার সভাপতি সুপ্রিয় চাকমা, খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার নেতা তপন চাকমা।

পানছড়ি : খাগড়াছড়ির পানছড়িতে দুপুর ২টার কলেজ গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পানছড়ি বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমেধ চাকমা, তথ্য প্রচার সম্পাদক মনোনু মারমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সদস্য সচিব বরুণ চাকমা।

কুতুকছড়ি : রাঙামাটি জেলার কুতুকছড়িতে বিকাল পৌনে ৩টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি কুতুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে সেখানে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য টিটু বিকাশ চাকমা, রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা, দপ্তর সম্পাদক তাপুমণি চাকমা বক্তব্য রাখেন।

নান্যাচর : নান্যাচর উপজেলার রেস্ট হাউজ মাঠে দুপুর ১২টায় এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি তাপুমণি চাকমা ও নান্যাচর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা। সমাবেশ শেষে রেস্ট হাউজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

কাউখালী : রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার কচুখালী থেকে বিকাল ৩টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পোয়াপাড়া ঘুরে আবার কচুখালীতে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী থানা শাখার সভাপতি ম্যাকলিন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক উথোয়াই মারমা ও রূপম মারমা।

ঢাকা : জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিকাল ৩টায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকার শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিসিপি ঢাকা শাখার সভাপতি বিনয়ন চাকমার পরিচালনায় এবং ঢাকা শাখার সহ-সভাপতি ক্রচিংথোয়াই মারমার সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাসিং মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নিরূপা চাকমা। সমাবেশ শেষে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে প্রেস ক্লাব এলাকা ঘুরে শেষ হয়।

খাগড়াছড়ি কলেজে পিসিপির বিক্ষোভ

রাঙামাটির কাউখালীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই স্কুল ছাত্রকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত ১ নভেম্বর সকাল ১১টায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গন থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে কলেজের পূর্ব গেইটের সামনে এসে পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা, সহ-সভাপতি সন্দীপন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক সুনান চাকমা বক্তব্য রাখেন।

দিঘীনালায় শহীদ ভরদ্বাজ মুনির ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ ৭০ বছরের বৃদ্ধ ভরদ্বাজ মুনির ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় দিঘীনালা উপজেলার বাবু পাড়া মাঠে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ দিঘীনালা থানা শাখা এ স্মরণ সভার আয়োজন করে।

শহীদ ভরদ্বাজ মুনির ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে র‌্যালী

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি আলো জীবন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা থানা ইউনিটের অন্যতম সংগঠক সেবলম্ব ত্রিপুরা, চাঙমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পরিচালক আনন্দ মোহন চাকমা ও দিঘীনালা উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শতরূপা চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার নেতা জীবন চাকমা।

সমাবেশ শুরুর আগে একটি র‌্যালী ইউপিডিএফ-এর দিঘীনালা ইউনিটের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলা সদর ও বাস স্টেশন প্রদক্ষিণ করে আবার বাবু পাড়া মাঠে এসে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তারা শহীদ ভরদ্বাজ মুনির আত্মত্যাগের প্রতি গভীর সম্মান জানিয়ে বলেন, নিপীড়িত জনতার অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করা যাবে না। এ ঋণ শোধ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারহারা জনগণের ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব সমাজকে আরো বেশি সোচ্চার হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হতে হবে।

অপহৃত লেনিন চাকমাকে উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে তার স্ত্রী স্বপ্না চাকমার সংবাদ সম্মেলন

জনসংহতি সমিতি (সন্ত্র গ্রুপ) কর্তৃক অপহৃত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা লেনিন চাকমার স্ত্রী স্বপ্না চাকমা এক সংবাদ সম্মেলনে তার স্বামীকে উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। গত ১ নভেম্বর, মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে তিনি এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সময় তার শ্বশুর অর্থাৎ লেনিন চাকমার পিতাও নয়া ধন চাকমাও উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি অবিলম্বে লেনিনের অপহরণ মামলায় দণ্ডবিধির ৩৬৪ নং ধারা সংযোজন করা, লেনিন চাকমার অপহরণকারী জুনান চাকমা, অজয় চাকমা, সুমন চাকমা, বিকাশ চাকমা ও তাপস চাকমাসহ অন্যান্য আসামীদের জামিন প্রত্যাহার করা, আসামীদের গ্রেফতারপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে লেনিন চাকমার অবস্থা সম্পর্কে জেনে নিয়ে তাকে জীবিত বা মৃত উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও লেনিন চাকমার অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এছাড়া তিনি সন্ত্র লারমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যারা লেনিন চাকমাকে অপহরণ করেছে তারা আপনার দলের সদস্য। দলের প্রধান নেতা হিসেবে আপনি তাদের ওপর চাপ দিন যাতে তারা লেনিন চাকমার সন্ধান দেয়, অপহরণকারীদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করুন, কারণ যারা অপহরণকারী ও সন্ত্রাসী তারা জনগণের কোন মঙ্গল করতে পারে না, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে আমাদের মতো নিরীহ জনগণকে শান্তিতে থাকতে দিন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি লেনিন চাকমার অপহরণ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, গত ২৩ এপ্রিল ২০১১লেনিন চাকমা চট্টগ্রামের দেওয়ান হাটের রঙ্গিপাড়া থেকে অপহৃত হন। তিনি গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখা কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। তার আসল বাড়ি খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন বেতছড়ি বঞ্জন কার্বারী পাড়া। তিনি দেওয়ান হাটে 4S Fashion নামে একটি গার্মেন্ট কারখানায় কাজ করতেন। জনসংহতি সমিতির সন্ত্র গ্রুপের সদস্য জুনান চাকমা, অজয় চাকমা, সুমন চাকমা, তাপস চাকমা ও বিকাশ চাকমাসহ আরো ৪/৫ জন তাকেসহ শৈইচাক্ক খেয়াং ও জুয়েল চাকমা নামে আরো দু'জনকে ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে অপহরণ করে। অপহরণের পর তাদেরকে প্রথমে বন্দর থানাস্থ একটি বাসায় নেয়া হয়। পরদিন অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল শৈইচাক্ক খেয়াং ও জুয়েল চাকমা সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে আসেন। তবে লেনিন চাকমা জিম্মি অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। এরপর থেকে আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, অপহরণের পর আমি বেশ কয়েক বার ডবল মুরিং থানায় গিয়ে ধর্ণা দেয়ার পরই কেবল গত ২৭ এপ্রিল এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করতে সম হই। মামলা নম্বর হলো ৩৮/১৪৭। ধারা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৪২/৩৬৩/৩৪। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ কয়েকটি সম্ভাব্য স্থানে নামমাত্র তল্লাশি চালিয়ে তাদের দায়িত্ব খালাশ করে। তিনি বলেন, অপহরণের ৬ মাস পরও লেনিন চাকমাকে উদ্ধারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি মামলা পর্যন্ত ঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। ফলে আসামীরা বীরদর্পে ঘোরাফিরা করছে। আমি জানতে চাই, লেনিন চাকমা কি এখনো জীবিত আছেন, নাকি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসামীগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে লেনিন চাকমার হদিস পাওয়া যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি দুটি ছোট বাচ্চা নিয়ে খুব অসহায়ভাবে দিন যাপন করছেন বলে জানান।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব

৩য় পাতার পর

উপজেলা সদরের রেস্ট হাউজ মাঠে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিপন চাকমা ও নান্যাচর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের জাতিগত পরিচয় মুছে দিতে বিভিন্ন মুখী তৎপরতা চালাচ্ছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে তাদের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নিজস্ব জাতীয় পরিচয় থাকার পরও এখন তাদেরকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলে অপমানিত ও অসম্মানিত করা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি জাতি কী পরিচয়ে পরিচিত হতে চায় সেটি সে জাতির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। তার ওপর জাতীয় পরিচয় চাপিয়ে দেয়ার অধিকার অন্য কারোর নেই। কিন্তু এ সরকার সংখ্যালঘু জাতিসমূহের নিজস্ব জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

সংখ্যালঘু জাতি সমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে তারা বলেন, বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক ও বহু ভাষিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিফলন দেশের সংবিধানে নেই।

বক্তারা অবিলম্বে তথাকথিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতি উৎসব বাতিল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণাপূর্বক পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নেয়ার জোর দাবি জানান।

খাগড়াছড়িতে ৭ সংগঠনের সম্মেলন

১১পাতার পর

শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের প্রশ্রয়ে চলমান যাত্রা-জুয়া-হাউজি-ডাব্বুয়া ইত্যাদি সামাজিক অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ বন্ধ করা, রাঙামাটিতে ঝিপি বাড়ো হতে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সড়কটি এইচটী ইমামের নামে করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা, নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত সেনা ও সেটেলারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে সেনা উস্কানি ও সেটেলার কর্তৃক ভূমি বেদখল বন্ধ করতে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে গণতান্ত্রিক সভা-সমাবেশের ওপর আরোপিত বিধি নিষেধ তুলে নেয়ার দাবি জানানো হয়।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের বিকল্প কোন সমাধান হতে পারে না।

বক্তারা আরো বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের পরিচয় মুছে দেয়ার ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করছে। এ ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের অংশ হিসেবে ঢাকায় তথাকথিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতি উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বক্তারা সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণেরই পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সরকার পার্বত্যবাসীকে বঞ্চিত রেখে সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস বাইরে পাচারের উদ্যোগ নিয়েছে। বক্তারা সেমুতাংয়ের গ্যাস পার্বত্যবাসীর চাহিদা পূরণ না করে বাইরে পাচার করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের প্রকৃত মুক্তির আন্দোলন জোরদার করতে অবিলম্বে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করার জন্য সন্ত্র লারমার প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলন থেকে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমাকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ৭ সংগঠন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়া সম্মেলনে সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সহ বিভিন্ন ঘটনাবলীর স্থির চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

সম্পাদকীয়

২য় বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ ৩০ নভেম্বর ২০১১

সরকারের প্রতিশ্রুতি, সন্তু লারমার 'রক্তদান', 'পুরানো কর্মসূচি'র পরিণতি

রাঙামাটি স্টেডিয়ামে বহুল বিতর্কিত 'পার্বত্য চুক্তি'র প্রথম বর্ষপূর্তিতে সন্তু লারমার রক্ত দেয়ার ঘোষণার পর কত দিন, কত মাস গেল! বছর শেষ হল, বছর এল। ক্ষমতার পালা বদল হল। ক্ষমতার নাগরদোলায় এল কখনও আওয়ামী লীগ, কখনও বিএনপি, আবার কখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার আর সমাধান হল না। কান্না-অশ্রু যেন আর থামে না! সরকার প্রতিশ্রুতি মত অসম্পূর্ণ 'পার্বত্য চুক্তি' পর্যন্ত বাস্তবায়ন করল না। সময় গড়াতে গড়াতে এক যুগের অধিক পেরিয়ে গেল। পাক্কা চৌদ্দ বছর হতে চলল।

গত চৌদ্দ বছরে কোন সরকার একজন সেনা জওয়ানকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে প্রত্যাহার করে নি, মাঝখানে কিছু ক্যাম্প জেলা সদরে গুটানোর উদ্যোগ নিয়েছিল, তাও স্থগিত করেছে। একটি সেটেলার পরিবারকেও কোন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয় নি। জায়গা-জমি বেদখল, পাড়া-গ্রামে হামলা-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা-ধর্ষণসহ মানবতা বিরোধী ধ্বংসযজ্ঞ কিছুই কমে নি, আগের মতই অব্যাহত রয়েছে। ১৭ এপ্রিল রামগড়ের শনখোলা ধ্বংসযজ্ঞ তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। সাম্প্রতিক এসব ধ্বংসযজ্ঞ সবই ঘটেছে 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদনকারী দল আওয়ামী লীগের আমলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবত সংঘটিত কোন হত্যাযজ্ঞের সুষ্ঠু তদন্ত, তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ বা চিহ্নিত অপরাধীর শাস্তিও হয় নি। অপহৃত কল্পনা চাকমার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস ও তাদের দোসরদের বিচার, সাজেক-খাগড়াছড়ি-শনখোলা ধ্বংসযজ্ঞের হোতা সেনা কর্মকর্তাদের সাজা হয় নি। সরকার উল্টো 'অপারেশন উত্তরণের' নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা খবরদারি জারি রেখেছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্তসহ সেনা কর্তৃত্বকে বৈধতা দিয়ে কার্যত সেনা শাসন কায়েম করেছে। সেটেলার পুনর্বাসনের জন্য অনেক আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ঘোষিত আর্থিক সহায়তার প্রস্তাবও গ্রহণ করে নি সরকার। রুমা গ্যারিসন সম্প্রসারণ, বিজিবি হেডকোয়ার্টার নির্মাণ, বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ... ইত্যাদির নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা মোতায়েন দিন দিনই জোরদার করছে। তার সমতালে অব্যাহত রয়েছে ভূমি বেদখল, পৈতৃক ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ অভিযান, বেআইনী সেটেলার পুনর্বাসন। বনায়ন, রাবার বাগান, চা বাগান... ইত্যাদি উছিলায় হাজার হাজার একর ভূমি সরকার অধিগ্রহণ করে মুরুং, খুমি, ত্রিপুরা জাতিসত্তাকে ভিটেছাড়া করছে। সেমুতাং ফিল্ডের গ্যাসসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে চলছে নানা আয়োজন।

প্রতি পদে পদেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জনগণকে আশাহত করছে। বিগত নবম সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে 'পার্বত্য চুক্তির' সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ছিল, সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকৃতি দেবার কথাও ছিল, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিন বছরেও প্রতিশ্রুতির কোনটিই বাস্তবায়ন করে নি সরকার। চুক্তি বাস্তবায়ন দূরের কথা, পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতিসত্তাকে নাকচ করে দিয়েছে। উগ্র বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে সকল জাতিসত্তার ওপর, যা গোটা দেশে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকেও ক্ষুব্ধ করেছে। বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভও হয়েছে।

জনগণের দাবি আদায়ের আগে আশাব্যঞ্জক কোন শর্ত পূরণ ছাড়াই 'চুক্তি' সম্পাদন এবং সরকারের নিকট সন্তু লারমা অস্ত্র গোলাবারুদ তুলে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট সন্তু লারমার হাস্যোজ্জ্বল স্বহস্তে একে-৪৭ সমর্পণের দৃশ্য বিটিভি প্রাইম নিউজের আগে দেখানো হত, দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতাসীন হয়ে আরও প্রদর্শিত হচ্ছে নানাভাবে। সরকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উক্ত ছবি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়ে থাকে। সরকারের সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে সন্তু লারমার সমর্পিত অস্ত্রটি জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিকট অস্ত্র তুলে দিয়ে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের নিকট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন,'বহুদিন পর আজ স্বস্তি পাচ্ছি। শান্তিবাহিনী বলে কিছু ছিল না। ভবিষ্যতেও থাকবে না।' আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি অতি মাত্রায় আস্থাশীল হয়ে সে সময় শান্তিবাহিনী ভেঙে দিয়ে এবং অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে সন্তু লারমা আন্দোলন গুটিয়ে ফেলেছিলেন। পাহাড়িদের প্রতি একমাত্র সহানুভূতিশীল দল হিসেবে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে। চুক্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কিংবা আওয়ামী লীগের প্রতি অবিশ্বাস তিনি একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না।

যারা চুক্তি নিয়ে সন্দিহান ছিল তিনি তাদের গলা টিপে হত্যা, চোখ উপড়ে ফেলা, হাত-পা ভেঙে দেয়ার মত মধ্যযুগীয় বর্বর নির্দেশ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের সূচনা করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বহু সম্ভাবনাময় তরুণ খুন-জখম-পঙ্গু হল এবং এখনও হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের আহ্বান জোরদার হওয়া সত্ত্বেও সন্তু লারমা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এখনও ইউপিডিএফ ও এম.এন. লারমা গ্রুপের কর্মীদের একের পর এক হত্যা করে চলেছে। অথচ সরকারের নিকট তারাই আবার ইউপিডিএফকে সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে নির্মূলের দাবি জানায়। তা সত্ত্বেও ইউপিডিএফ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বার বার ঐক্যের আহ্বান জানালেও সন্তু লারমা সাড়া দিচ্ছেন না। আসলে তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী নন। তার অতীত কর্মকাণ্ড তাই বলে। সংগঠন ভাঙার ব্যাপারে সরকারের সাথে সন্তু লারমার গোপন আঁতাত নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে। ১৯৮৩ সালে জনসংহতি সমিতি লাম্বা-বাদি গ্রুপে বিভক্ত হবার পেছনে দায়ি করা হয় তাকে। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় বার জনসংহতি সমিতি বিভক্ত হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। তিনি নিজ সংগঠন ভেঙে দিয়েছেন। সরকারের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। জনগণের শেষ অবলম্বন সংগঠন ইউপিডিএফ'কে শেষ করতে না পেরে সরকারকে দিয়ে নিষিদ্ধ করাতে চান।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মেয়াদ আর মাত্র দু'বছর। এটা স্পষ্ট যে, এ সময় সরকার কোন প্রতিশ্রুতি পালন করবে না। আঞ্চলিক পরিষদের খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় সন্তু লারমার পক্ষে কোন আন্দোলনে নামাও সম্ভব নয়। শেখ হাসিনার ইউনেস্কো পুরস্কার প্রাপ্তির সময় যেভাবে তাকে প্যারিসে দৌড়াতে হয়েছিল, আগামীতেও সরকারের ইশারায়ই তাকে দৌড়াতে হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি আর হম্বিতম্বি দেখে সোজা কথায় বলা যায়, আর মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও আমাদের করণীয়

অনন্ত মারমা

সর্বজন পূজ্য মহান সাধক বনভান্তে গত ৪ নভেম্বর রাঙামাটি রাজ বন বিহারে অনুষ্ঠিত কঠিন চীবর দানোৎসবে বলেছেন শেখ হাসিনা পাহাড়িদের দুই ভাগ করে সংঘাত লাগিয়ে দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জমিগুলো কেড়ে নেয়ার জন্য। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, প্রসিত ও সন্তু জ্ঞানী হলে মারামারি থামবে এবং সুখ আসবে।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের দাবিতে এখন সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম মুখর হয়ে উঠেছে। ১১ নভেম্বর তিন জেলার বিভিন্ন স্থানে গণবিক্ষোভ ও ১৮ নভেম্বর বিহার, মন্দির ও গীর্জায় গণ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদ্য গঠিত নির্বাচিত ক্ষুব্ধ জনপ্রতিনিধি সংসদ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই কর্মসূচীর আয়োজন করেন।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের দাবি নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময় সন্তু লারমার কাছে এই দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু এই গণদাবি প্রত্যাখ্যান করে তিনি তার প্রতিপক্ষের ওপর একের পর এক সশস্ত্র হামলা চালাতে থাকেন। ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের কাছে দেয়া ইউপিডিএফের লিখিত বক্তব্যে দাবি করা হয়েছে যে, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির পর গত ১৪ বছরে তাদের ২১৬ জন নেতাকর্মী ও সমর্থক প্রাণ হারিয়েছেন। কেবল মাত্র এ বছর সন্তু গ্রুপের হাতে মারা যান ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমাসহ ১১ জন। অপরদিকে সন্তু গ্রুপের হামলায় জেএসএস লারমা গ্রুপের ১৬ সদস্য নিহত হয়েছেন।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের ফলে যে আন্দোলনে বিরাট ক্ষতি হচ্ছে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যার সামান্যতম বোধশক্তি আছে সে কখনোই এই সংঘাত চাইতে পারে না। অথচ গত ১০ নভেম্বর রাঙামাটিতে প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মরণ সভায় সন্তু লারমা বলেছেন, ইউপিডিএফ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন; কাজেই তাদের সাথে ঐক্য হতে পারে না। তিনি ইউপিডিএফ ও সন্তু গ্রুপের মধ্যে চলমান সংঘাতকে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বলতেও রাজী নন। তিনি এটাকে শ্রেণী সংঘাত হিসেবে উল্লেখ করেন। তার এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। খোদ ওই সভায় যারা বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারাও (ড. মানিক লাল দেওয়ান ও রাজা দেবাশীষ রায়) সন্তু লারমার ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য মেনে নিতে পারেননি। ফেইসবুকে অনেকে সন্তু লারমার ওই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন। এখানে শুধু অডং চাকমার দীর্ঘ প্রতিক্রিয়ার চুম্বক অংশগুলো তুলে ধরছি। তরুণ ব্লগারদের মনের অভিব্যক্তি তুলে ধরে ১২ নভেম্বর তিনি লেখেন: "যার নীতি-আদর্শ নেই, রাজনৈতিক কর্মসূচী নেই, তার সাথে কারোর ঐক্য হতে পারে না বলে তিনি (সন্তু) যে অভিমত দিয়েছেন সে কথাটা তাঁর বা তার দল জেএসএস-এর বেলায়ও কী প্রযোজ্য নয়? নিজের দলীয় সংবিধানে বর্ণিত নীতি-আদর্শগুলোও কী তেনারা পালন করছেন? তেনারা পাঁচালো কথাবার্তা বলে কী অর্জন করতে চান? তেনারা কোন নীতির-আদর্শের কথা বলেন? নিজেদের গঠনতন্ত্রে লেখা নীতি-আদর্শ নিজেরাই কী মানেন?" তিনি আরো লেখেন: সহজ কথায়, ঐক্যের আহ্বানকে নাকচ করে দিয়ে সন্তু লারমা "এক জঙ্গলে একাধিক বাঘ থাকতে পারে না" কথাটি আবারও উচ্চারণ করলেন ভিন্ন ভাষায়। দ্বিতীয়ত চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ ও তথাকথিত সংস্কারপন্থী বলতে যদি কিছুই না থাকে, চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সংস্কারপন্থীদের নিয়ে তার এত মাথা ব্যথা হওয়ার কোন কারণ দেখি না। সরকারের চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধের দাবী জানানোরও কোন যুক্তি দেখি না। ... সন্তু লারমা চলমান ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতকে "শ্রেণী সংঘাত" বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। "শ্রেণী সংঘাত" বলে তিনি ক্ষুব্ধ জনগণকে কী বার্তা দিতে চাচ্ছেন? এখানে তিনি কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বলে ধরে নিয়েছেন এবং তিনি কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন?" পরিশেষে তিনি বলেন: "দাদা! 'আমাদের' ব্লগার হিসেবে জেএসএস তথা সন্তু লারমার কাছে আমিও বিনীত আহ্বান জানাই, ক্ষুদ্র জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আপনার লোকজনকে সংঘাত থেকে বিরত রাখুন। আপনি 'শ্রেণী সংঘাত' বলেন কিংবা অন্য কোন নাম দেন, তাতে কোন রকম ভেদ হবে না। সংঘাত সংঘাতই। আপনার দলের বন্দুক থেকে গুলি ফুটুক আর নাই ফুটুক এর চরম সত্য হলো ক্ষুদ্র সমাজের শত শত তাজা প্রাণ ঝরে যাচ্ছে অকালে। খালি হচ্ছে অনেক মায়ের বুক, বিধবা হচ্ছে অনেক নারী, অনাথ হচ্ছে অনেক শিশু। এ রকম অন্যায় এভাবে চলতে পারে না।"

শুধু ইন্টারনেটে নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে সর্বত্র সন্তু লারমার ওই বক্তব্য সমালোচিত হচ্ছে। এমনকি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের দাবিতে "প্রাক্তন শান্তিবাহিনী যোদ্ধা কল্যাণ সমিতি" সম্প্রতি যে খোলা চিঠি প্রকাশ করেছে তাতেও এই প্রসঙ্গ এসেছে। ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত উক্ত লিফলেটে বলা হয়: "সন্তু লারমা গত ১০ নভেম্বর প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মরণ সভায় বলেছেন, ইউপিডিএফ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন, কাজেই তার সাথে আলোচনা ও ঐক্য হতে পারে না। লিডারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই, আমরা তার এই বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারছি না। কেননা, যদি ধরেও নিই যে ইউপিডিএফ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন, তারপরও জাতীয় স্বার্থে তাদের সাথে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সন্ত্রাসী সংগঠন হলেই যে তার সাথে আলোচনা করা যাবে না তা তো নয়। সরকারও তো জেএসএসকে এক সময় সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করতো। অপরদিকে, জেএসএসের দৃষ্টিতে সরকারও কি সন্ত্রাসী ছিল না? তারপরও দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা ও শান্তিচুক্তি হয়েছে। তাই শত্রু সরকারের সাথে আলোচনা-সমঝোতা করতে পারলে, নিজ ভাইয়ের সাথে সেটা করতে অসুবিধা কোথায়? ইউপিডিএফের সাথে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানানোর মধ্যে লিডারের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবই প্রকটভাবে প্রকাশ পায়।" শান্তিবাহিনীর প্রাক্তন যোদ্ধারা অবিলম্বে 'গৃহযুদ্ধ' বন্ধ করে সমঝোতার পথ গ্রহণ করতে সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

জনগণ চাই ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি বন্ধ হোক। এটা তাদের প্রাণের আকুতি। ১১ নভেম্বর গণবিক্ষোভ আয়োজক কমিটি তাদের প্রচারিত লিফলেটে শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ জনগণ ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের পক্ষে বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু তারপরও হানাহানি চলছে। এ জন্য উক্ত প্রচারপত্রে সন্তু লারমাকে দায়ী করা হয়েছে। আসলে সরকার ও সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ গোষ্ঠী ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে থাকুক সেটা চায়। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কাছে ইউপিডিএফ যে লিখিত বক্তব্য পেশ করে তাতে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের কমান্ডার আবিষ্কার বাবুর কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পৌঁছে দেয়ার সময় ডিজিএফআই-এর মেজর ৭ম পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ গঠিত ও ৩ দফা ঘোষণা গৃহিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এক সম্মেলন খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে "নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ" নামে একটি নতুন সংগঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমাকে সভাপতি ও অমর জীবন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে সংগঠনটির ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া উপস্থিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপকে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত পরিহার করে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সাথে ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল ২৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১টায় টাউ খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এ সম্মেলনের আয়োজন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা থেকে সাড়ে চার শত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এতে অংশ নেন।

দু' পর্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রথম পর্বে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ধ্রুব জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে সম্বর্ধনা সভায় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা।

এরপর দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন পর্বে সভাপতিত্ব করেন পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা। অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা। তিনি বলেন, শাসকগোষ্ঠী সব সময় চায় পাহাড়িদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্রজাতীয়তাবাদী আধিপত্য বজায় রাখা। তারা চায় পাহাড়িরা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির মতো দলগুলোর রাজনীতির সাথে যুক্ত হোক, যাতে তাদের ওপর অন্যায় অবিচার করা হলে তার প্রতিবাদ করার মতো কেউ না থাকে, অথবা প্রতিবাদ করলেও যাতে তা জোড়ালো না হয়। তিনি অধিকার আদায়ের জন্য বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমা, নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রীতিময় চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাগরিকা চাকমা, নান্যাচর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কুমেন্দু বিকাশ চাকমা, রাঙামাটির ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা, সাবেং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুপন চাকমা, মারিশ্যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তন্টুমনি চাকমা, মগবান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অরুণ কান্তি চাকমা, খাগড়াছড়ির মাইসছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শান্তশীল চাকমা, সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুইনুপ্রু মারমা ও পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সজীব ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা এবং যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রদীপন খীসা ও চেঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল চাকমা।

সম্মেলনে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা সুখে দুঃখে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। আমরা সমতা ও ন্যায়পরতার নীতিতে পাহাড়ি বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবো। তবে এটা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে চাই, কোন নিপীড়িত জাতির ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য কাজ করা হলে তা সমতা ও ন্যায়পরতার নীতিকে কোন ভাবে লঙ্ঘন করে না।

সম্মেলনে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ (Elected Jumma Public Representatives' Forum) নামে একটি নতুন সংগঠন গঠিত হয়। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যান্যরা হলেন সহসভাপতি বিশ্ব কল্যাণ চাকমা, চেয়ারম্যান, কবাখালি ইউপি, দীঘিনালা; সহসভাপতি কাকলী খীসা, মহালছড়ি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান; সহসভাপতি অরুণ চাকমা, চেয়ারম্যান, মগবান ইউপি, রাঙামাটি; সহসাধারণ সম্পাদক (৪ জন) থুই মং মারমা, চেয়ারম্যান, ঘাগড়া ইউপি, কাউখালি; জ্ঞান রঞ্জন ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান, গোলাবাড়ি ইউপি, খাগড়াছড়ি; সুপন চাকমা, চেয়ারম্যান, সাবেক্ষ্যং ইউপি, নান্যাচর; তারসি চাকমা, চেয়ারম্যান, বঙ্গলতলী ইউপি, বাঘাইছড়ি; অর্থ সম্পাদক কান্তি লাল দেওয়ান, চেয়ারম্যান, ভাইবোনছড়া ইউপি, খাগড়াছড়ি; তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সমর বিকাশ চাকমা, চেয়ারম্যান, লোগাং ইউপি, পানছড়ি; সদস্য (৬ জন) দীপময় চাকমা, চেয়ারম্যান, ১ নং ঘিলাছড়ি ইউপি, রাজস্থলী; জ্যোৎস্না রাণী চাকমা, সদস্য, ৩৬ নং সাপ্রেক ইউপি; তন্টু মনি খীসা, চেয়ারম্যান, মারিশ্যা ইউপি; শান্তশীল চাকমা, চেয়ারম্যান, মাইসছড়ি ইউপি; শ্যামরতন চাকমা, চেয়ারম্যান, আইমাছড়ি ইউপি ও উশৈাই প্রু মারমা, চেয়ারম্যান, হাফছড়ি ইউপি।

সংগঠন পরিচালনার সুবিধার্থে একটি খসড়া পরিচালনার নীতি ও নিয়মবিধি সম্মেলনে পাস ও ৩ দফা ঘোষণা গৃহিত হয়। ঘোষণায় জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে: "গত ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধ-তুল্য ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে বহু রক্ত ক্ষয় হয়েছে। দুই পার্টি ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও জনসংহতি সমিতির বহু সম্ভাবনাময় নেতাকর্মীর অকাল মৃত্যু হয়েছে, খালি হয়েছে বহু মায়ের কোল, বৈধব্য বরণ করতে হয়েছে বহু নারীকে, আর অনাথ হয়েছে বহু শিশু। এই অহেতুক রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে জুম্ম জাতির অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে। বোধশক্তিসম্পন্ন যে কেউ জানে চলমান এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা আর বৃথা রক্ত ক্ষয় চাই না; আমরা চাই অবিলম্বে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি বন্ধ হোক। আশার কথা এই যে, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর সাথে জনসংহতি সমিতির একাংশ এম এন লারমা গ্রুপের সংঘাত বন্ধ হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতির অপর অংশ সন্তু গ্রুপের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলনে আমরা --

ক, জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপকে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত পরিহার করে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর দেয়া ঐক্য ও সমঝোতা প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

খ, ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমিতির এম এন লারমা গ্রুপের সাথে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গড়ে তুলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও জনসংহতি সমিতি (এম এন লারমা) এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে:

"সংঘাত পরিহার করায় আমরা ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও জনসংহতি সমিতিকে (এম এন লারমা) অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমরা উভয় পার্টিকে জাতীয় স্বার্থে এই সমঝোতা বজায় রাখা তথা ঐক্যকে আরো বেশী সুদৃঢ় করার আহ্বান জানাচ্ছি। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে জেএসএস (সন্তু লারমা) এর সাথে ঐক্য ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠায় রাজী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

সর্বশেষ সরকারের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে: "পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি পাহাড়ি জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে স্বকীয় জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে অতীতে বহু অন্যায় অবিচার হয়েছে, নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়েছে। এখনো তাদেরকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার নানান ষড়যন্ত্র চলছে। ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে দাঙ্গা বাঁধানো প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রায় ১৪ বছর আগে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আজও সেনা প্রত্যাহার করা হয়নি। পার্বত্য এলাকা এখনো সেনা ছাউনীতে পরিপূর্ণ। আওয়ামী লীগ চুক্তি স্বাক্ষর করেও তা বাস্তবায়ন করছে না। উপরন্তু জাতীয় সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করে সংখ্যালঘু জাতির জনগণের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম মুখর হয়ে উঠেছে।

"ছোট হোক বড় হোক, প্রত্যেক জাতির নিজ পরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও আরো অনেক ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতি বাস করেন। একমাত্র সমঅধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে ছোট বড় এই সকল জাতির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠতে পারে। সংখ্যাগুরু জাতি অন্য সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর উগ্রজাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিলে তা হবে অগণতান্ত্রিক এবং সে কারণে অগ্রহণযোগ্য। তাই আমরা এই মহতি সম্মেলনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই:

ক, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন দিন; সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করুন এবং বহিরাগতদেরকে সমতল জেলায় পুনর্বাসন করুন।

খ, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর অস্তিত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতি দিন।

গ, পার্বত্য চট্টগ্রামে আবহমানকাল ধরে থেকে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দিন এবং বহিরাগতদের দ্বারা বেদখলকৃত জমি স্ব স্ব মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

ঘ, যে সব ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদেরকে এখনো চুক্তি মোতাবেক পুনর্বাসন করা হয়নি, তাদেরকে অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন; আভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ দিন।

ঙ, আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করুন।"

সম্মেলনে মঞ্চে উপবিষ্ট জনপ্রতিনিধিবৃন্দ

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও আমাদের করণীয়

৬ষ্ঠ পাতার পর

মাহবুবের ধরা পড়া, লক্ষীছড়িতে বোরকা পার্টিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া ও পানছড়িতে সন্তু গ্রুপের নামে সেনাবাহিনীর লিফলেট লিখে প্রচার করা -- এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখতে সন্তু গ্রুপকে উস্কানি দিচ্ছে বলে ইউপিডিএফ কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছে।

সর্বজন পূজ্য মহান সাধক বনভান্তেও প্রায় সময় তার দেশনায় ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের প্রসঙ্গটি অবতারণা করে থাকেন। গত ৪ নভেম্বর রাঙামাটি রাজ বন বিহারে অনুষ্ঠিত কঠিন চীবর দানোৎসবে তিনি বলেন, শেখ হাসিনা পাহাড়িদের দুই ভাগ করে সংঘাত লাগিয়ে দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জমিগুলো কেড়ে নেয়ার জন্য। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, প্রসিত ও সন্তু জ্ঞানী হলে মারামারি থামবে এবং সুখ আসবে। প্রসিত খীসা ও তার দল বহু আগে থেকে ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানিয়ে আসছে। সন্তু লারমা ও তার দল তাতে রাজী হলে যে কোন সময় সংঘাত বন্ধ হবে। সুতরাং বল এখন সন্তু লারমার কোর্টে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও হানাহানিতে যে জনগণের ক্ষতি তা তিনি বুঝতে পারেন না এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই প্রশ্ন, তারপরও কেন তিনি সংঘাত জিইয়ে রেখেছেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে তিনি ডিজিএফআইয়ের খপ্পরে পড়েছেন? পাহাড়িদের জাতের ব্রুটাসের রূপকার এই গোয়েন্দা সংস্থাটির হাতের পুতুল হিসেবে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছেন নিজের গদি রক্ষার জন্য? সন্তু বাবু ও ডিজিএফআইয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে বলে লোকমুখে নানা কথা শোনা যায়। সমঝোতাটি এ রকম: সন্তু বাবু সরকারের সমালোচনা করতে পারবেন, তবে আন্দোলনের হুমকী দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের কর্মসূচী দেবেন না; অন্যদিকে সেনাবাহিনী ইউপিডিএফকে চাপের মধ্যে রাখবে ও জেএসএসকে সহযোগিতা দেবে। ইদানিংকালের কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে এই সমঝোতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকটা নিঃসংশয় হওয়া যায়।

এই অবস্থায় সাধারণ জনগণের করণীয় কী হতে পারে? যে কোন আন্দোলনে জনগণই আসল শক্তি। তবে পরিষ্কার করে বলা দরকার, কেবল সংগঠিত জনগণই শক্তি; অসংগঠিত জনগণ সংখ্যায় যত বেশী হোক না কেন তারা শক্তি নয়। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণই চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করতে পারেন। যদি তারা সেটা চান। যদি জনগণ সংগঠিত হয়ে সংঘাতের বিরুদ্ধে ও ঐক্যের পক্ষে সোচ্চার হন, ঐক্যের জন্য বার বার চেষ্টা চালান, যারা ঐক্যের বিরোধী তাদের প্রত্যাখ্যান করেন ও যারা ঐক্যের পক্ষে তাদের সাথে একাত্ম হন, তাহলে এক পর্যায়ে ঐক্য বিরোধীরা কোনঠাসা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং শেষ বেলায় চাপে পড়ে নিজেদের দলীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সংঘাত বন্ধ করতে বাধ্য হবে। কোন নেতাকে যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি ঐক্যবদ্ধ জনগণের কাছে হার মানতে বাধ্য হন। এটা মনে রাখা দরকার, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্টরা প্রথমদিকে জনগণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে থাকে, কিন্তু পরে আন্দোলনের মুখে তারা সে দাবি মানতে বাধ্য হয়। স্বৈরাচারী এরশাদও ক্ষমতা ছাড়তে চাননি। সাম্প্রতিক সময়ে তিউনিশিয়ার স্বৈরশাসক বেন আলী এবং মিশরের লৌহ মানব হোসনী মোবারকও তাদের দেশের জনগণের দাবি উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরে তাদেরকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও যারা জনগণের দাবি ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করার ধৃষ্টতা দেখাতে চায়, তাদের পরিণতিও করুণ হতে বাধ্য। স্বৈরাচার ফ্যাসিস্টদের দশ দিন, জনগণের একদিন। কাজেই সাধু সাবধান!

২য় বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ ৩০ নভেম্বর ২০১১ ঃ

জাতীয় ডাক

সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচারের প্রতিবাদে পানছড়ি ও মহালছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি সেমুতাঙ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস পার্বত্যবাসীদের চাহিদা পূরণ না করে চট্টগ্রামে পাচারের প্রতিবাদে আজ ২৪ নভেম্বর মহালছড়ি ও পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম এ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। দুপুর ১২টায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে মহালছড়ি কলেজ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে মহালছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বাবু পাড়ায় এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি মাজিক দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা।

অন্যদিকে বিকাল ২:৩০টার সময় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে পানছড়ি উপজেলা সদরের চৌমুহনীতে গিয়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা ও পানছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনাম চাকমা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ পাচারের ষড়যন্ত্র করছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পার্বত্যবাসীর চাহিদা পূরণ না করে সেমুতাঙের গ্যাস চট্টগ্রামে পাচার করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এটা কিছুতেই মেনে নেবে না। বক্তারা সেমুতাঙের গ্যাস দিয়ে স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটানোর দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা সেমুতাঙ গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস দিয়ে স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণের দাবি জানিয়ে বলেন, এ গ্যাস দিয়ে অবশ্যই স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ করতে হবে। যদি সরকার তা না করে তাহলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম জনগণকে সাথে নিয়ে অচিরেই বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।

বক্তারা অবিলম্বে সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচার বন্ধ করে স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটানো, পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল,গ্যাস, কয়লাসহ সকল খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য মালিকানা নিশ্চিত করা ও সেমুতাঙ গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জোর দাবি জানান।

লক্ষীছড়িতে বোরকা পার্টির সন্ত্রাস বন্ধ ও অপহৃত গ্রামবাসীদের উদ্ধারের দাবিতে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়িতে সেনা-সন্ত্র মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ ও বর্মাছড়ির শুকনাছড়ি থেকে অপহৃত তিন গ্রামবাসীকে উদ্ধারের দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও জেলা প্রশাসকের বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছে।

গত ২৩ নভেম্বর বুধবার দুপুর দেড় টায় খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে খনির্জর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি সর্বানন্দ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক নিকোলাস চাকমা।

বক্তারা বলেন, লক্ষীছড়িতে সেনা-সন্ত্র মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরে হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে গঠনের পর থেকে এই বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা আজ পর্যন্ত কমপক্ষে দুই ব্যক্তিকে খুন, ১৮ ব্যক্তিকে অপহরণ ও ৫০ জনকে মারধর করেছে। পাহাড়ি-বাঙালি ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিয়মিত জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ছাড়াও এরা অপহরণের পর মুক্তিপণ হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে আসছে। লক্ষীছড়ি জোনের সেনা কর্মকর্তারা এই সন্ত্রাসীদের প্রত্যক্ষভাবে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। লক্ষীছড়ি থানা থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে ফুর্গাছড়িতে অবস্থান করে বোরকা সন্ত্রাসীরা এসব অপকর্ম চালালেও প্রশাসন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

বক্তারা বলেন, গত ১৬ নভেম্বর বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা বর্মাছড়ি ইউনিয়নের শুকনাছড়ি থেকে তিন গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহরণের ৭ দিন অতিবাহিত হলেও প্রশাসন তাদের উদ্ধারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বক্তারা অবিলম্বে বোরকা পার্টি ভেঙে দিয়ে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করা ও অপহৃত তিন গ্রামবাসীকে উদ্ধারের জোর দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে সর্বানন্দ চাকমা ও অর্পন চাকমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে জেলা প্রশাসকের বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে অবিলম্বে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার ও তাদের মদদদাতাদেরও শাস্তি দেয়া, ফুর্গাছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসীদের আস্তানা ভেঙে দেয়া, অপহৃত তিন গ্রামবাসীকে উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং লক্ষীছড়িতে প্রত্যেক সংগঠন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম চালাতে পারে তার জন্য সুষ্ঠু ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার দাবি জানানো হয়।

পানছড়ি ও দিঘীনালায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কাউন্সিল সম্পন্ন : নতুন কমিটি গঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের অগ্রণী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি ও দিঘীনালা উপজেলায় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে পানছড়ি উপজেলায় ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এবং দিঘীনালা উপজেলায় ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

"পার্বত্য চট্টগ্রামে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৮ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ১০টায় পানছড়ির ছোটকর্মা পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হলরুমে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কাউন্সিল উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা। ২য় পাতায় দেখুন

১৮তম নান্যাচর গণহত্যা দিবস পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের আহ্বান

নান্যাচর প্রতিনিধিঃ

রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলায় নান্যাচর গণহত্যা দিবসের ১৮তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর সকাল ১১টায় উপজলা সদরের বিশ্রামাগার মাঠে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শহীদদের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি প্রিয়লাল খীসা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগা মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা, সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুপন চাকমা ও তরুণ সমাজ সেবক তন্ময় তালুকদার। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিপন চাকমা এবং পরিচালনা করেন পিসিপি নান্যাচর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা।

বক্তারা বলেন, ১৯৯৩ সালের এই দিনে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নান্যাচর গণহত্যা সংঘটিত করা হয়। সেদিন নান্যাচর বাজারে ৪০ ই.বি রেজিমেন্টের অধিনায়কের নেতৃত্বে সেনা অফিসার, জওয়ানরা নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সেটেলার বাঙালিদের লেলিয়ে দিয়ে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। এতে ৩০ জন পাহাড়ি প্রাণ হারায় এবং কয়েক শত লোক আহত হয়। আজ ১৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার-সেনাবাহিনী নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখলের মাধ্যমে পাহাড়িদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

বক্তারা বলেন, ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চলছে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারে বসে সন্তু লারমা শাসক গোষ্ঠির জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে। বক্তারা অচিরেই এই সংঘাত বন্ধের জন্য সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংঘাত কখনো জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামকে বেগবান করতে হবে। সরকারের ভাগ করে শাসন করার নীতি পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তারা অবিলম্বে নান্যাচর গণহত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা শাসনের অবসান, সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলপূর্বক সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা ও নান্যাচর যাত্রী ছাউনীকে জনগণের যাত্রী ছাউনীতে পরিণত করার জোর দাবি জানান।

সমাবেশ শুরুর আগে একটি মৌন মিছিল বের হয়ে শহীদ বেদিতে গিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পনের পর আবার মিছিল সহকারে বিশ্রামাগার মাঠে এসে শেষ হয়।

জুরাছড়িতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক ব্যক্তিকে অপহরণের পর খুন

রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ির বড়ইতলী গ্রাম থেকে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সদস্যরা এক ব্যক্তিকে অপহরণের পর খুন করেছে। নিহত ব্যক্তির নাম শান্ত চাকমা ওরফে ডিং, বয়স ২৩, পিতার নাম পদ্ম লোচন চাকমা।

গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টার সময় সন্তু গ্রুপের একদল সন্ত্রাসী বড়ইতলী গ্রামে হানা দিয়ে শান্ত চাকমাকে অপহরণ করে। এর পর কিছুদূর নিয়ে গিয়ে সন্ত্রাসীরা তাকে ছুরি চালিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে চলে যায়। পরদিন শনিবার সকালে গ্রাম থেকে আধা কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের ভেতর তার লাশ পাওয়া গেছে বলে গ্রামবাসীরা জানায়।

ইউপিডিএফ জুরাছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক রক্তিম চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনাকে কাপুরোষিত আখ্যায়িত করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মাজলঙে জনৈক সেনা সদস্য কর্তৃক এক পাহাড়ি কিশোরী শ্লীলতাহানির চেষ্টার শিকার

সাজেক প্রতিনিধিঃ

বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট জোনের অধীন মাজলঙ সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর রাসেলের অধীনস্থ জনৈক সেনা সদস্য কর্তৃক এক পাহাড়ি কিশোরী (১২) শ্লীলতাহানি চেষ্টার শিকার হয়েছে। সে মাজলঙ শান্তি পাড়া গ্রামের বিন্দ্য সুন্দর চাকমার মেয়ে।

সূত্র জানায়, গত ২৭ নভেম্বর দুপুর দেড়টার সময় ওই কিশোরীটি বোনের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে একা পেয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে কর্মরত মাজলঙ ক্যাম্পের জনৈক এক সেনা সদস্য তাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। সেনা সদস্যটি প্রথমে টাকার লোভ দেখিয়ে ওই কিশোরীকে কু প্রস্তাব দেয়। এতে সে রাজি না হলে সেনা সদ্যটি তাকে জাপটিয়ে ধরার চেষ্টা করলে সে দৌড় দেয়। এরপর সেনা সদস্যটি তার পিছু নিলে কিশোরীটি চিৎকার দেয়। তার চিৎকার শুনে আশে-পাশে এলাকার নারীরা ছুটে গেলে সেনা সদস্যটি পালিয়ে যায় এবং কিশোরীটি শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষা পায়।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ ও ঐক্য-সংহতি কামনায়

শেষ পাতার পর

এনডিএ চার্চ; পানছড়ি উপজেলার শান্তিপুর অরণ্য কুটির, পুজগাং বনবিহার, লোগাং বন বিহার, নালকাবা মন্দায় প্রদীপন অরণ্য কুঠির, মরাটিলা শিবমন্দির, শঙ্খরাম নারায়ণ মন্দির, প্রদীপ পাড়া শিবমন্দির, পাকুজ্যাছড়ি মিলন বৌদ্ধ বিহার, তারাবুনিয়া খ্রিষ্টান মিশন, ধর্ম পাড়া হরি মন্দির ও দেওয়ান পাড়া হরি মন্দির; মহালছড়ি উপজেলার সার্বজনীন জ্ঞানোদয় বনবিহার, করল্যাছড়ি অরণ্য কুটির ও মাইসছড়ি অরণ্য কুটির, সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের শ্রী শ্রী সার্বজনীন কৃষ্ণ মন্দির ও মনজয় পাড়া শাসনা স্মৃতি বৌদ্ধ বিহার, রামগড় উপজেলার কালাপানি বৌদ্ধ বিহার, বেলছড়ি কালি মন্দির, উত্তর সাপছড়ি বৌদ্ধ বিহার, রেজো পাড়া কারাসুখ বৌদ্ধ বিহার, গুরুরাম ঘাট খলি পাড়া সুচিতানন্দ বৌদ্ধ বিহার, শিলাক ঘাট গৌতম বুদ্ধ বনবিহার, মানিকচন্দ্র কার্বারী পাড়া শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির; মানিকছড়ি উপজেলার সুনুবশীল বৌদ্ধ বিহার; মাটিরাঙ্গা উপজেলার আলুটিলা শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, বাল্যাছড়ি তৈমাথা শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, গুইমারার হেডম্যান পাড়া শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার, সাইচুলি পাড়া বৌদ্ধ বিহার, লক্ষীছড়ি উপজেলা সদরের কুশীনগর বন বিহার, বাধ্যা পাড়া ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার, বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বর্মাছড়ি আর্যকল্যাণ বন বিহার, লাবোছড়ি মিত্রধার বৌদ্ধ বিহার এবং দুল্যাতলী ইউনিয়নের দেওয়ান পাড়া ধর্মপুর বৌদ্ধ বিহারে গণপ্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বান্দরবান জেলা সদরের বালাঘাটা কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারেও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের কামনায় গণপ্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সন্তু গ্রুপ কর্তৃক চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পিসিপি'র ৫ নেতা-কর্মীকে অপহরণের পর পুলিশে হস্তান্তর

গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ

গত ১৪ অক্টোবর শুক্রবার চট্টগ্রাম থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ নেতা-কর্মীকে অপহরণের পর পটিয়া থানা পলিশের নিকট হস্তান্তর করেছে জেএসএস সন্তু গ্রুপ। অপহৃতদের মধ্যে বকুল চাকমা (৩৫) পীং মৃত পুণ্য লাল চাকমা সম্প্রতি প্যারা মেডিকেল কোর্স শেষ করেছেন। অতীশ চাকমা (২৫) পীং সুশীল জীবন চাকমা বায়েজীদ বোস্তামীতে কিপটিন টেক্সটাইল-এ চাকুরীরত আছেন। তার আসল বাড়ি রাঙামাটির বাঘাইছড়ির উগলছড়ি গ্রামে। বিজয় চাকমা (২৮) ইপিজেড-এ সুপারভাইস সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করেন এবং পিউমুড়ির এ মাল্লান বিল্ডিংএ ভাড়া থাকেন। জোনাথন চাকমা মুরাদপুরস্থ শ্যামলী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ১ম বর্ষের ছাত্র। তার বাড়ি রাঙামাটির মানিকছড়ির সাপছড়ি গ্রামে। সুমন চাকমা (৩৪) ইপিজেড-এ একটি ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করেন।

অপহরণের পর সন্ত্রাসীরা পিসিপি ও ডিওয়াইএফ-এর নেতাকর্মীদেরকে পটিয়া থানায় হস্তান্তর করে তাদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা খুনের মামলা সাজিয়ে দেয়।

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ও নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে ১৫ অক্টোবর শনিবার খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি ও সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

খাগড়াছড়ি : বিকাল ৩টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়িজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক বিপুল চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাত্রী চাকমা।

পানছড়ি : বেলা ১টায় পানছড়ি কলেজ গেট থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পানছড়ি উপজেলা সদরের কলাবাগানে পৌঁছলে পুলিশ মিছিলটি আটকিয়ে দেয়। ফলে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা, পানছড়ি থানা শাখার সদস্য সচিব বরুণ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা।

দিঘীনালা : দিঘীনালা উপজেলা সদরের ইউপিডিএফ এর কার্যালয়ের সামনে থেকে বেলা ১টায় এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বাস স্টেশন ঘুরে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা, দিঘীনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রবি লাল চাকমা, ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রজেন্টু চাকমা।

মহালছড়ি : বেলা ১টায় মহালছড়ি উপজেলার বাবু পাড়া থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মহালছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার বাবু পাড়া মাঠে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি সর্বানন্দ চাকমা, সাধারণ সম্পাদক উষামায় চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি ম্যাজিক দেওয়ান।

নান্যাচর : রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার নান্যাচর হাইস্কুল গেট থেকে সকাল সাড়ে ১০টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে নান্যাচর বাজার ও উপজেলা সদর প্রদক্ষিণ করে রেস্ট হাউজ মাঠে গিয়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক জ্যাপুমনি চাকমা।

কুদুকছড়ি : রাঙামাটি জেলা সদরের কুদুকছড়িতে দুপুর সাড়ে ১২টায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ১১ পাতায় দেখুন

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের গুলিতে এমএন লারমা গ্রুপের এক সদস্য খুন

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি:

রাঙামাটির বাঘাইছড়ির রূপকারী ইউনিয়নে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা এমএন লারমা গ্রুপের এক সদস্যকে খুন করেছে। তার নাম জ্যোতি বিকাশ চাকমা ওরফে সুমন চাকমা (৩৭) পিতা শক্তি রঞ্জন চাকমা, গ্রাম পাকুজ্যাছড়ি মধ্য ছড়া, বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি।

গত ২৮ নভেম্বর মধ্যরাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার সময় শিজক থেকে বরুণ চাকমার নেতৃত্বে ৭-৮ জনের সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য পশ্চিম লাল্যাঘোনা গ্রামে হানা দেয়। এ সময় জ্যোতি বিকাশ চাকমা তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে এবং তার মৃত্যু নিশ্চিত হলে দ্রুত পালিয়ে যায়।

ইউপিডিএফ বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক সমশক্তি চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ এই হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গত তিন বছরে সন্তু গ্রুপের হাতে এমএন লারমা গ্রুপের ১৭ জন সদস্য নিহত হয়েছেন।

কাউখালীতে পিসিপি'র নতুন কমিটি গঠিত

"সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হোন, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকারের সংগ্রামকে বেগবান করুন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ৭ অক্টোবর শুক্রবার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলার কাউখালী থানা শাখার ৮ম কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশন শেষে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠন উপলক্ষে সকাল ১১টায় কাউখালী উপজেলার কচুখালীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ম্যাকলিন চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খুইকাসিং মারমা, রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আহ্বায়ক সুকৃতি চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার মাত্রী চাকমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কাউখালী ইউনিটের প্রতিনিধি অমি বিকাশ চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য বিপন চাকমা ও উপস্থাপনা করেন উথোয়াই মারমা।

এরপর বিকাল ৩টায় বেতছুনিয়ায় অবস্থিত ইউপিডিএফ কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে ম্যাকলিন চাকমাকে সভাপতি, উথোয়াই মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও স্বপন তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কাউখালী থানা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খুইকাসিং মারমা এ কমিটির ঘোষণা দেন। কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত সকলের বিপুল করতালি মধ্যে দিয়ে এ কমিটি পাশ হয়। কমিটি পাশের পর খুইকাসিং মারমা নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে লক্ষীছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়িতে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে লক্ষীছড়ির যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া ও চিল্যাতলীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ২৩ অক্টোবর দুপুর ১২ টায় লক্ষীছড়ি সদর ইউনিয়নের যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর লক্ষীছড়ি ইউনিটের সংগঠক প্রভায় চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের লক্ষীছড়ি থানা শাখার নেতা অনুপম চাকমা।

অন্যদিকে সকাল ১১টায় দুল্যাতলী ইউনিয়নের চিল্যাতলীতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বোরকা পার্টি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক সুজেন্দু চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর দুল্যাতলী ইউনিয়নের সংগঠক লক্ষী চাকমা, দুল্যাতলী ইউনিয়নের মেম্বার চাইল্যাঅং মারমা, বিনয় চাকমা ও যুথিকা চাকমা এবং ৮০ নং দুরছড়ি মৌজার হেডম্যান সঞ্জীব দেওয়ান প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে বোরকা পার্টি ভেঙে দিয়ে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজিসহ সকল সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করা, রুইখই মারমা ও নির্মল চাকমার খুনীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, বোরকা সন্ত্রাসীদের সেনা-প্রশাসনের আশ্রয়-প্রশ্রয়দান বন্ধ করার জোর দাবি জানান।

বক্তারা বলেন, গত ২১ অক্টোবর লক্ষীছড়ি সেনা জোন ও থানা থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে জুর্গাছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের পরও প্রশাসনের নাকের ডগায় বোরকা সন্ত্রাসীরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে প্রশাসন বোরকা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে এলাকায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

বক্তারা বোরকা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকারের কাছে সুবিচার ও সন্তু লারমার কাছে

শেষ পাতার পর

পরিকল্পিতভাবে এ সংঘাত বাধিয়ে দিয়েছে। পাহাড়িদের ভাগ করে একটি অংশকে সরকার কোলে তুলে নিয়ে অর্থ-ক্ষমতা-সুযোগ-সুবিধার উচ্ছিষ্ট ভাগ দিয়েছে, এটি হচ্ছে সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন চক্র। এদের দিয়ে গোটা জনগণের ওপর খবরদারি কায়েম করতে চায় সরকার। ইউপিডিএফ ও জেএসএস উভয় পক্ষে যত জন সংঘাতে নিহত হয়েছেন তার প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্য সন্তু লারমা-সরকার উভয়েই দায়ী।

লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সেনাবাহিনীর মধ্যকার সবচে' দুর্নীতিগ্রস্ত অযোগ্য ও কায়েমী স্বার্থবাদী একটি অংশ গোপন সামরিক বাজেট পকেটস্থ করার ধান্দায় লিপ্ত। মূলত এ অংশটিই নিজেদের রুজি রোজগারের জন্য পাহাড়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছে।

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের হাতে অস্ত্র ও গোলা বারুদ পৌঁছে দেয়ার সময় হাতে নাতে এক ডিজিএফআইয়ের মেজরের ধরা পড়া, লক্ষীছড়িতে থানা থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে সেনা জোনের পাশে বোরকাদের আস্তানায় র‌্যাবের হামলা, খাগড়াছড়ি ও পানছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের নামে লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করা -- এই কয়টি ঘটনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট হয়েছে কারা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি বজায় রাখতে চায়।

বক্তারা সন্তু লারমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, নিজ প্রাণের প্রতি সব প্রাণীরই মায়া থাকবে, এটাই প্রকৃতির ধর্ম। আপনিও তো মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পান, এটা শান্তিবাহিনীর উর্ধতন ব্যক্তিরা সবাই জানে। শুধু মৃত্যু কেন, গ্রেফতারের কথা উঠলে কাঁপতে থাকেন। বিগত জরুরী অবস্থার সময় গ্রেফতার এড়াতে আপনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ও ঢাকায় একটি গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে ধর্ণা দিয়েছিলেন বলে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি। পদাতক্রান্ত থাকার সময় আপনার ভীতি সম্পর্কেও আমরা অবহিত। আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন, নিজের প্রাণকে আপনি এত ভালবাসেন, অথচ অন্যজনের প্রাণের প্রতি কেন আপনার সামান্যতম মায়াও নেই? নিজের প্রাণকে প্রাণ মনে করেন, আর অন্য জনের প্রাণকে কি প্রাণ মনে করেন না? জনতার ক্রোধ সাপের ফণার মত ফুঁসে উঠে আপনাকে এ প্রশ্ন করছে! যেখানে আপনার নিজের প্রাণ আপনার কাছে প্রিয়, সেখানে আপনি অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে পারেন না।

মানববন্ধনে সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, অবিলম্বে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করুন, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত শুরু করার জন্য এবং বহু লোকের প্রাণহানির জন্য জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করুন, বিরুদ্ধ মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন এবং যদি আন্দোলনে সামিল হতে চান, তাহলে ইউপিডিএফের সাথে সমঝোতা করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দিন। তা না হলে চুপ করে থাকুন; নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করবেন না।

মানববন্ধন থেকে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে উস্কানি দেয়া বন্ধ করে সংঘাত বন্ধ করতে সন্তু লারমার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, নিহত ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থকদের খুনীদের গ্রেফতার ও শাস্তি, নিহত ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থকদের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউপিডিএফের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেয়ার দাবি জানানো হয়।

২য় বর্ষ ׀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ׀ ৩০ নভেম্বর ২০১১ ׀

জাতীয় ডাক

লক্ষীছড়িতে র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে বোরকা পর্টির এক সদস্য নিহত, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ আটক ১

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলা সদরে থানা থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে জুর্গাছড়িতে র‍্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে বোরকা পার্টির এক সদস্য নিহত হয়েছে। এ সময় আস্তানা থেকে র‍্যাব এক বোরকা সন্ত্রাসীকে আটক করেছে। গত ২১ অক্টোবর ভোর পৌনে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসী আস্তানায় অভিযান চালিয়ে র‍্যাব একে-৪৭ সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে।

জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের র‍্যাব-৭ এর একটি দল লক্ষীছড়ি উপজেলা সদরের জুর্গাছড়ি পাড়ায় অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালে র‍্যাবের সাথে বোরকা সন্ত্রাসীদের গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এ সময় গুলিতে সুমতি চাকমা (৪০) নামে এক বোরকা সন্ত্রাসী নিহত হয়। পরে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলে র‍্যাব সদস্যরা সন্ত্রাসীদের আস্তানায় তল্লাশী চালিয়ে অস্ত্রসহ লক্ষী রঞ্জন চাকমা(১৮)কে আটক করে। তবে, বোরকা সন্ত্রাসীদের মূল হোতা অমিল চাকমাসহ অন্যরা আস্তানা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এ সময় সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে ৩০রাউন্ড গুলিসহ ১টি একে-৪৭, ২২ রাউন্ড গুলিসহ ৩টি দেশীয় তৈরী বন্দুক ও ২টি পিস্তল, ২টি ল্যাপটপ, ১টি সোলার প্যানেল, ১টি ১২ভোল্ট ব্যাটারী ও কিছু সামরিক পোষাক, চাঁদা আদায়ের রশীদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পত্র র‍্যাব উদ্ধার করেছে বলে এলাকাবাসী ও থানা সূত্রে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে ২য় পাতায় দেখুন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ নেতার মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ নেতার মুক্তির দাবিতে গত ১৭ অক্টোবর সোমবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি জিকো মারমা, সাধারণ সম্পাদক টমাস চাকমা, বকুল চাকমার সহধর্মিনী রেখা চাকমা, সুমন চাকমার সহধর্মিনী সান্ত্বনা চাকমা ও জোনাধন চাকমার পিতা লক্ষী কুমার চাকমা প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলন থেকে আটককৃত ৫ ডিওয়াইএফ ও পিসিপি নেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি বন্ধ করা ও চট্টগ্রামে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করে বিভিন্ন অপহরণ ও হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ওই গ্রুপের সদস্যদের গ্রেফতার করার দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শিমন চাকমা বলেন, গত ১৪ অক্টোবর ২০১১ শুক্রবার কর্ণফুলি নদীর ওপারে বড়গাঙ বৌদ্ধ মন্দিরে অনুষ্ঠিত কঠিন চীবর দানোৎসব পালিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে পিসিপি ও ডিওয়াইএফ নেতাকর্মীদের অপহরণের অসৎ উদ্দেশ্যে সন্তু গ্রুপের সদস্য পাভেল, বকুল, তেজোজ্যোতি চাকমা ওরফে অজিত, সুমন, তাপস, পিকো ও বসুসহ ১৫ - ১৬ জন মন্দির থেকে সামান্য দূরে রাস্তার পাশে ওঁৎ পেতে থাকে। কিন্তু পিসিপি ও ডিওয়াইএফ-এর নেতাকর্মীরা অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সাথে থাকায় তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। এরপর পিসিপি ও ডিওয়াইএফ-এর নেতাকর্মীরা বিকেল পাঁচটার দিকে ব্যাংক কলোনীতে আশ্রয় নিলে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা সেখান থেকেও তাদেরকে আরেকবার অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা কিছু বাঙালি ছেলেসহ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সদস্য সচিব ও শ্যামলী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র জোনাধন চাকমাকে রহমান নগরের একটি ভাড়া বাসা থেকে জোরপূর্বক অপহরণ করে। তারপর সন্ত্রাসীরা তাকে নিয়ে শেরশাহ এলাকায় গিয়ে ডিওয়াইএফ সদস্য অতীশ চাকমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় তাদের সাথে পুলিশের পোষাক পরা কয়েকজন বাঙালি ছেলেও ছিল। সন্ত্রাসীরা সেখানে ডিওয়াইএফ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক টমাস চাকমাকেও ঝাপটে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি তাদেরকে ঠেলে সরে যেতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে রাত নটায় সন্তু সন্ত্রাসীদের অন্য একটি দল ডিওয়াইএফ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাবেক সভাপতি বকুল চাকমাকে তার বন্দর থানাস্থ ২ নং মাইলের মাথা এলাকায় হাজিমিঞা বিল্ডিংএর ভাড়া বাসা থেকে ও ডিওয়াইএফ সদস্য সুমন চাকমাকে জামাল বিল্ডিং থেকে অপহরণ করে। প্রায় একই সময় সন্ত্রাসীরা একটি মেয়েকে দিয়ে ফোন করিয়ে ডিওয়াইএফ চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখার সভাপতি বিজয় চাকমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে অপহরণ করে। অপহরণের পর সন্ত্রাসীরা পিসিপি ও ডিওয়াইএফ-এর নেতাকর্মীদেরকে পটিয়া থানায় হস্তান্তর করে তাদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা খুনের মামলা সাজিয়ে দেয়।

অপহৃতদের মধ্যে বকুল চাকমা (৩৫) পীং মৃত পুণ্য লাল চাকমা সম্প্রতি প্যারা মেডিকেল কোর্স শেষ করেছেন। অতীশ চাকমা (২৫) পীং সুশীল জীবন চাকমা বায়েজীদ বোস্তামীতে কিশটন টেক্সটাইল-এ চাকুরীরত আছেন। তার আসল বাড়ি রাঙামাটির বাঘাইছড়ির উগলছড়ি গ্রামে। বিজয় চাকমা (২৮) ইপিজেড-এ সুপারভাইজ সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করেন এবং নিউমুরিং এ মান্নান বিল্ডিংএ ভাড়া থাকেন। জোনাধন চাকমা মুরাদপুরস্থ শ্যামলী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ১ম বর্ষের ছাত্র। তার বাড়ি রাঙামাটির মানিকছড়ির সাপছড়ি গ্রামে। সুমন চাকমা (৩৪) ইপিজেড-এ একটি ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করেন।

সংবাদ সম্মেলনে গুরু চাকমার হত্যার রহস্য নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে বলা হয় তার হত্যাকান্ডকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সন্তু গ্রুপ তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অযথা হয়রানি করছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

বোরকা সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে লক্ষীছড়িতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

লক্ষীছড়িতে বোরকা পার্টি সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিবাদে ও অপহৃত ধন কুমার চাকমাকে উদ্ধারের দাবিতে লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া ও দুল্যাতলী ইউনিয়নের চিল্যাতলীতে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। বোরকা পার্টি প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে এই কর্মসূচীর আয়োজন করেছে।

বোরকা সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের প্রতিবাদে দুল্যাতলীতে বিক্ষোভ

সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে বোরকা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, অপহৃত ধন কুমার চাকমাকে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্মল চাকমার খুনীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। এছাড়া সমাবেশ থেকে আগামী রবিবার থেকে এক সপ্তাহের জন্য লক্ষীছড়ি বাজার বয়কট কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

গত ৬ অক্টোবর দুপুর সকাল সাড়ে ১১টায় ১নং লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের মরাচেঙ্গীর যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর লক্ষীছড়ি ইউনিটের নেতা অঙ্কুর বড়ুয়া ও প্রত্যয় চাকমা। সমাবেশে পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেন। সমাবেশ শুরু হওয়ার আগে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে দুপুর ১২টায় দুল্যাতলী ইউনিয়নের চিল্যাতলীতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বোরকা পার্টি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক সুরেন্দ্র চাকমা, ইউপিডিএফ লক্ষীছড়ি ইউনিটের প্রতিনিধি লক্ষীধন চাকমা ও সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বার নিল কুমার চাকমা।

বক্তারা বলেন, একটি বিশেষ মহলের মদদে ও আশ্রয়ে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়িতে অবাধে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজি করে যাচ্ছে। লক্ষীছড়ি জোনের পাশে ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতিদিন জোরপূর্বক অবৈধ চাঁদা তুললেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং যারা এই বোরকাদের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে।

মেম্বার নিল কুমার চাকমা বলেন, "বোরকা সন্ত্রাসীদের কারণে লক্ষীছড়ি জনগণের বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। জনগণের জীবনে আর সুখ শান্তি নেই। সব সময় তাদেরকে চাঁদা দিতে হয়। না দিলে মেরে ফেলার হুমকী দেয়।" তিনি বোরকাদের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের ১১ পাতায় দেখুন

পানছড়িতে সেটলারদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা, প্রতিবাদে পানছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে একটি জীপ গাড়ীর (ঢাকা গ-৪৭১৩) বাঙালি ড্রাইভার ও হেলপারের মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২৬ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যা পৌনে ৯টার দিকে উল্টাছড়ির মোঃ আবু তাহের-এর নেতৃত্বে একদল সেটলার পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চালিয়েছে। এতে পাহাড়ি গ্রামগুলোতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার প্রতিবাদে নাগরিক সমাজের ব্যানারে পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ড্রাইভার রিয়াজ উদ্দিনের জবান মূলে পানছড়ি থানা পুলিশের সূত্রে জানা যায়, পানছড়ি-তবলছড়ি সড়কে কর্ণাটিলা নামক এলাকায় ঘটনার একদিন আগে অর্থাৎ মঙ্গলবার টাকার ঝামেলা নিয়ে জীপ গাড়ীর ড্রাইভার রিয়াজ উদ্দিন তার গাড়ীর হেলপার বাদল মিয়াকে একটা চড় মারে। চড় খাওয়ার রেশ ধরে বুধবার সন্ধ্যা সময় পানছড়ি-তবলছড়ি সড়ক দিয়ে তবলছড়ি থেকে পানছড়ি আসার পথে পাযং পাড়া নামক এলাকায় আসলে হেলপার বাদল মিয়া ড্রাইভার রিয়াজ উদ্দিনকে মারতে থাকে এবং দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ দেয়। এ সময় তার চিৎকার শুনে পাযং পাড়ার স্থানীয় পাহাড়িরা ছুটে এলে হেলপার বাদল মিয়া পালিয়ে যায়। পরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পানছড়ি-তবলছড়ি সড়কের পাযং পাড়া নামক এলাকা থেকে ড্রাইভার রিয়াজ উদ্দিনকে উদ্ধার করে পানছড়ি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি পুলিশকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দেন।

পরে ঘটনার খবর পেয়ে সেটলাররা পাহাড়িরা এক বাঙালীকে কুপিয়ে পানছড়ি-তবলছড়ি সড়কে ফেলে রেখেছে বলে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার করে সেটলারদের উত্তেজিত করে তোলে। রাত পৌনে ৯টার দিকে সেটলাররা পানছড়িতে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মিছিল বের করে পাহাড়ি গ্রামে আক্রমনের চেষ্টা চালায় এবং পানছড়ি উপজেলার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক সংঘ নামক ক্লাব ভাঙচুর করে। স্থানীয় পুলিশ ও বিজিবির তাৎক্ষনিক হস্তক্ষেপের কারনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পানছড়িতে বিক্ষোভ

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক সংঘ ভাঙচুর ও সাম্প্রদায়িক উস্কানির সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে নাগরিক সমাজের ব্যানারে পাহাড়িরা পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় পানছড়ি উপজেলা সদরের বৌদ্ধ মন্দির এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে পানছড়ি বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে লতিবান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শান্তি জীবন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ২নং চেঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র চাকমা, রোমেল মারমা ও পবিত্র চাকমা প্রমুখ। অমর চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন। বিক্ষোভে প্রায় ১ হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, ড্রাইভার হেলপারের মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে মিছিল ও ক্লাব ভাঙচুরের ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। মোঃ রিয়াজ উদ্দিন তার বাঙালি হেলপার কর্তৃক আহত হওয়ার পরও সেটলাররা বিনা কারণে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে মিছিল করেছে এবং পাহাড়িদের গ্রামে আক্রমণের চেষ্টা ও ক্লাবে ভাঙচুর চালিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চালিয়েছে। বক্তারা অবিলম্বে ক্লাবে ভাঙচুর ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি দাতাদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কাউখালীর ঘাগড়া থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে অপহরণের পর সেনাবাহিনীর কাছে সোপর্দ

কাউখালী প্রতিনিধিঃ

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের জুনুমা ছড়া থেকে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে অপহরণের পর ঘাগড়া আর্মি ক্যাম্পে সোপর্দ করেছে। অপহৃতরা হলেন নিখিল ত্রিপুরা (২৩) পিতা সোনা রঞ্জন ত্রিপুরা, গ্রাম নাল্যাছড় ও রতন চাকমা (৩৮) পিতা নুর চান চাকমা, গ্রাম যৌথ খামার, ফেদ ছড়া, কাউখালী।

গত ২৭ নভেম্বর, রবিবার সকাল পৌনে ১১টার সময় ঘাগড়া থেকে সন্তু গ্রুপের সদস্য সুভাষ চাকমার নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল ৪টি সিএনজি যোগে জুনুমা ছড়া দোকানে হানা দেয়। এ সময় নিখিল চাকমা ও রতন চাকমা দোকানে চা পান করছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে অস্ত্র ঠেকিয়ে জোরপূর্বক সিএনজিতে তুলে অপহরণ করে নিয়ে আর্মিদের হাতে তুলে দেয়। তাদেরকে ঘাগড়া আর্মি ক্যাম্প থেকে অস্ত্র গুজে দিয়ে কাউখালী থানায় হস্তান্তর করার পর মিথ্যা মামলা দিয়ে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

ইউপিডিএফ ঘাগড়া ইউনিটের সংগঠক অমি চাকমা সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে অপহরণের ঘটনাকে 'কাপুরুষোচিত' আখ্যায়িত করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে অপহৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, "উক্ত ঘটনা আবারো প্রমাণ করেছে যে, সন্তু চক্র সেনাবাহিনীর সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে খুন, অপহরণ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।"

বোরকা সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণ

১০ম পাতার পর

প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ থেকে বক্তারা বোরকা পার্টির অব্যাহত খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে আগামী ৯ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর এক সপ্তাহের জন্য লক্ষীছড়ি বাজার বয়কট কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বয়কট সফল করার জন্য লক্ষীছড়ির সর্বস্তরের জনগণের প্রতি তারা আহ্বান জানান।

এছাড়াও বিকাল ৩টায় উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের কুলুকছড়িতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন লাবোছড়ি গ্রামের বিশিষ্ট মুরুব্বী ললিত কুমার চাকমা, ৮৫ নং বর্মাছড়ি মৌজার হেডম্যান সাথোয়াই মারমা, কুলুকছড়ি গ্রামের মুরুব্বী চাইলাপ্রু মারমা, স্নেহ কুমার চাকমা, ব্যবসায়ী চম্পা চাকমা, কুলুকছড়ি বাজারের ব্যবসায়ী নির্মল বড়ুয়া, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বর্মাছড়ি ইউনিয়ন শাখার নেতা উসাথই মারমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর বর্মাছড়ি ইউনিটের প্রতিনিধি রাজেশ চাকমা এবং অমর চাকমা।

বর্মাছড়িতে বিক্ষোভ

গত ৮ অক্টোবর শনিবার দুপুর ১২টায় বোরকা পার্টি সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিবাদে বর্মাছড়ি বাজারে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি বর্মাছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করার পর বাজার মাঠে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বোরকা পার্টি প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর বর্মাছড়ি ইউনিটের সংগঠক প্রত্যয় চাকমা ও প্রদীপ চাকমা।

বক্তারা অবিলম্বে বোরকা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্মল চাকমার খুনীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এরপর বেলা ১টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মাঠে লক্ষীছড়ি ও বর্মাছড়ি এলাকাবাসীর পরিস্থিতির উপর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে লক্ষীছড়ি উপজেলার

সিএইচটি কমিশনের সাথে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের বৈঠক : ১৪ দফা সুপারিশ পেশ

পার্বত্য চট্টগ্রামে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন (সিএইচটি কমিশন)-এর সাথে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের কাছে পেশের জন্য কমিশনের নিকট ১৪ দফা সুপারিশ তুলে ধরেন।

গত ২৩ নভেম্বর বুধবার বিকাল ৩টায় স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিএইচটি কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এলসা স্টামাটোপৌলো, এনেকা আরেন্স ও ব্যারিষ্টার সারা হোসেন এবং ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, নিরন চাকমা, রিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান।

এ সময় খাগড়াছড়ির কমলছড়িতে সেটলার কর্তৃক খুন হওয়া প্রতিমা চাকমার স্বামী ও পানছড়িতে ধর্ষণের শিকার রোজিনা ত্রিপুরাও উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের সদস্যরা মনোযোগ সহকারে তাদের বক্তব্য শোনেন। খাগড়াছড়ি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরাপদ তালুকদার, কমলছড়ি গ্রামের বিশিষ্ট মুরুব্বী বীরবাহু চাকমা ও পানছড়ি উল্টাছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুভ্রক চাকমা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনের কো-চেয়ারম্যান এলসা স্টামাটোপৌলো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আগের চাইতে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন, সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আমাদের কাছে তা পরিলক্ষিত হয়েছে। আগের চেয়ে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের কাছ থেকে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার কারণেই এসব ঘটনার বেশি ঘটছে।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতন, ঘর বাড়ি পুড়ে দেয়ার ঘটনা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়িরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা খুবই উদ্বিগ্ন যে, এখানে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি হচ্ছে। তিনি আশ্বস্তকরে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের মধ্যে প্রায় সবাই ঐক্য চাই। সিএইচটি কমিশনও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে আমরা জেএসএস-এর সাথেও আলোচনা করবো।

ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলার প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা। তিনি লক্ষীছড়িতে সেনা-মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ইউপিডিএফের উপর রাজনৈতিক নিপীড়ন বৃদ্ধি, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারী নির্যাতন, খুন, ধর্মীয় নির্যাতন, ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাজেকে যানবাহনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখতে সন্তু লারমাকে সেনাবাহিনীর উস্কানিদান ও সন্তু গ্রুপ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধে যে কারোর উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হবে বলে তিনি কমিশনকে কথা দেন।

কমিশনের সাথে বৈঠকে সরকারের কাছে উত্থাপনের জন্য ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে ১৪ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। সুপারিশগুলো হলো: ১। ভূমি অধিকারসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান করা, ২। সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া, ৩। সেটলারদেরকে সম্মানজনক জীবিকার নিশ্চয়তাসহ পুনর্বাসন করা। তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিশ্রুত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সাহায্য গ্রহণে সম্মত হওয়া, ৪। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া, ৫। ভূমি বেদখল বন্ধ করা ও বেদখলকৃত জমি অবিলম্বে ফিরিয়ে দেয়া; জিয়াউর রহমান ও স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে বেআইনীভাবে সেটলারদের দেয়া ভূমি বন্দোবস্ত বাতিল করা, ৬। ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণসহ যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা, ৭। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপকে মদদদান বন্ধ করা, ৮। লক্ষীছড়িতে সেনা-মদদপুষ্ট বোরকা পার্টিকে ভেঙে দেয়া ও এর সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রয়েছে তাদের বিচার করা, ৯। সাজেক, খাগড়াছড়ি, লংগদু ও রামগড়-মানিকছড়িতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা ও ঘটনার সাথেজড়িত সেনা অফিসার, সদস্য ও সেটলারদের শাস্তি প্রদান করা, ১০। ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ধর্ষণের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, ১১। পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; মহালছড়ির কড়লাছড়িতে সাধনাথ অরণ্য কুটিরে মোতায়েন সেনা সদস্যদের প্রত্যাহার করা; মাইসছড়ি অরণ্য বন কুটিরের বেদখল হওয়া জমি ফিরিয়ে দেয়া; ১৭ এপ্রিল সেটলার হামলায় রামগড়ের উত্তর পাগোলা পাড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত দায়মা সুখ বৌদ্ধ বিহারসহ বিভিন্ন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিহার, গীর্জা ও মন্দির পুনঃনির্মাণ করা, ১২। ইউপিডিএফের ওপর রাজনৈতিক দমনপীড়ন বন্ধ করা; সকল রাজনৈতিক দল যাতে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের গণতান্ত্রিক কার্যক্রম চালাতে পারে তার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা; পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে আটক, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা প্রদানসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা, ১৩। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করতে প্রয়োজনীয় অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ১৪। রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের বাঘাইহাটে সেটলারদের দ্বারা যাত্রীবাহী ও মালবাহী যান নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা।

গ্রেফতারকৃত নেতা কর্মীদের

৯ম পাতার পর

ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কুলুকছড়ি ইউনিটের সংগঠক জ্ঞান বিকাশ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য টিটু বিকাশ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা।

বাঘাইছড়ি : রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বাবু পাড়া থেকে সকাল ১১টায় এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বাঘাইছড়ি উপজেলা সদর প্রদক্ষিণ করে আবার বাবু পাড়ায় এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি চিত্তরঞ্জন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক অক্ষয় চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি অতুল চাকমা।

চট্টগ্রাম : বিকাল ৪টার সময় চট্টগ্রাম মহানগরীর দোস্ত বিল্ডিং চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি নিউ মার্কেট এলাকা ঘুরে আবার দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে এসে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আহ্বায়ক জিকো মারমা এতে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা : ঢাকার প্রেস ক্লাবের সামনে বিকাল ৪টায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা শাখার সহ সভাপতি ক্রশিংমোরাই মারমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক থুইকাসিং মারমা ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাকিউল আলম। উপস্থাপনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা শাখার সদস্য বিনয়ন চাকমা। সমাবেশ শেষে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে পল্টন মোড় এলাকা প্রদক্ষিণ করে আবার প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

ভাইস চেয়ারম্যান মিলন চাকমা, ১নং লক্ষীছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র চাকমা, দুল্যাতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অংগ্যজাই মারমা, বর্মাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতুল কান্তি চাকমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর বর্মাছড়ি ইউনিটের সংগঠক প্রত্যয় চাকমা বক্তব্য রাখেন। সভায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়িতে ৭ সংগঠনের যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

"পূর্ণস্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র সমাধান, অধিকারহারা নিপীড়িত জনগণের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে সংগঠন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে খাগড়াছড়িতে ৭ সংগঠনের যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতি ভবনের হলরুমে গত ২৮ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সহ সভাপতি শান্তিদেব চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাপ্রাচিং মারমা, ফিলাছড়ি নারী সমাজের আহ্বায়ক সুস্মিতা চাকমা, সাজেক নারী সমাজের আহ্বায়ক নিরূপা চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক জ্ঞানেন্দু চাকমা, প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়ার্ডের পক্ষ থেকে আনন্দময় চাকমা ও স্নেহ ত্রিপুরা। সম্মেলন পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান।

যৌথ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো হলো গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, সাজেক নারী সমাজ, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, ফিলাছড়ি নারী সমাজ ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়ার্ড। সম্মেলনে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন উপজেলা থেকে উক্ত সংগঠনগুলোর শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন থেকে ইউএনডিপি'র অর্থায়নে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ৫-১০ ডিসেম্বর ঢাকায় আয়োজিত "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১১' আয়োজনে নিন্দা জানিয়ে অনতিবিলম্বে তা বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।

যৌথ সম্মেলন থেকে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলপূর্বক সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্ব স্ব জাতির স্বীকৃতি প্রদান, খাগড়াছড়ির সেমুতাং গ্যাস স্থানীয় চাহিদা না মিটিয়ে বাইরে পাচারের উদ্যোগ-আয়োজন বন্ধ করা, নিরপরাধ সাধারণ মানুষ নিধনযজ্ঞে লিপ্ত সন্তু লারমা গ্রুপের প্রতি সরকার-সেনা মদদদান বন্ধ করা, লক্ষীছড়ি এলাকায় উপদ্রব সৃষ্টিকারী বোরকা পার্টির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্বৃত্তদের সাথে যোগসাজশকারী দুর্নীতিগ্রস্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয়

৫ম পাতায় দেখুন

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত সংঘাত বন্ধ ও ঐক্য-সংহতি কামনায় তিন পার্বত্য জেলায় বিহার, মন্দির ও গীর্জায় গণ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ ও ঐক্য-সংহতি কামনায় আজ ১৮ নভেম্বর, শুক্রবার তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের বিভিন্ন বিহার, মন্দির ও গীর্জায় একযোগে গণ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণ প্রার্থনা ছাড়াও সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান, বুদ্ধ পূজা, সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ গণপ্রার্থনা সভায় এলাকার জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান, কার্বারী, ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর কর্মী-সমর্থক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ এলাকার সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

গণপ্রার্থনা অনুষ্ঠানে অচিরেই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে জাতীয় ঐক্য গঠনের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাই বল এখন জেএসএস'র সন্তু গ্রুপের কোর্টে। জেএসএস (সন্তু লারমা) গণ আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্ম হয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে।

যেসব স্থানে গণপ্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

রাঙামাটি জেলার সদরের রাজ বন বিহার, ফুরমোন আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র, নির্বাণপুর বনবিহার, বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের হারিক্ষ্যং বনবিহার, নান্যাচর উপজেলার রত্নাঙ্কুর বন বিহার, শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহার, ১৮ মাইল সিদ্ধিমঙ্গলকোর অরণ্য কুঠির, ঘিলাছড়ি জ্ঞানকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার, বেতছড়ি ব্যাপ্টিস্ট চার্চ; কাউখালী উপজেলার পানছড়ি বিদর্শনাঙ্কুর বন বিহার, ডাব্বুয়া হেডম্যান পাড়া শিশু সদন, নীচ কচুখালী সানু বৌদ্ধ বিহার, ১নং হাতিমারা বৌদ্ধ বিহার, চৌধুরী পাড়া বৌদ্ধ বিহার, ছোট ডলু ত্রিরত্নাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার। বাঘাইছড়ি উপজেলার জীবকছড়া নবরত্ন বৌদ্ধ বিহার, সংঘপুর ধর্মশালা সার্বজনীন বনবিহার, সুবর্ণ বৌদ্ধ বিহার, মগবান শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহার, মারিশ্যা ইউনিয়নের ফুলাবান নবরত্ন বৌদ্ধ বিহার, কজইছড়ি ভাবনা কুঠির, কদমতলী নবারুণ বৌদ্ধ বিহার, বঙ্গলতলী ইউনিয়নের কপড়াবিল প্রজ্ঞাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার,

খাগড়াছড়ি ধর্মপুর আর্য বনবিহারে গণপ্রার্থনায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বিহার, বাঘাইছড়ি মুখ ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের জীবতলী জেতবন মঙ্গল বৌদ্ধ বিহার, মধ্যম বাঘাইছড়ি নবোদয় বৌদ্ধ বিহার, কাজলং আর্যপুর বন বিহার, রূপকারী ইউনিয়নের বড়াদাম ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, বাবুখালী সাধনাকুঞ্জ বন বিহার, রত্নাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, বালুকারাম বৌদ্ধ বিহার, উত্তর আগালছড়া ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার, বঙ্গলতলী ইউনিয়নের বোধিপুর বন বিহার, উত্তর বঙ্গলতলী নবজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার, দক্ষিণ বঙ্গলতলী মৈত্রী নিকেতন বৌদ্ধ বিহার, সাজেক ইউনিয়নের মৈত্রীপুর বনানী বনবিহার, শুকরপ্রাম বৌদ্ধ বিহার, আজাছড়া বৌদ্ধ বিহার, মাচ্ছলং দশবল বৌদ্ধ বিহার, নন্দরাম বৌদ্ধ বিহার, লাঙ্গলমারা বৌদ্ধ বিহার, কাইবোন ছড়া বৌদ্ধ বিহার, লাঙ্গলমারা বন কুঠির, লক্ষীছড়ি বৌদ্ধ বিহার ও লক্ষীছড়ি মুনি কিয়াং; রাজস্থলী উপজেলার গাইন্দা ইউনিয়নের চৌচাক পাড়া বৌদ্ধ বিহার ও ঘিলামুখ আমতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহার ও বিলাইছড়ি উপজেলার সদরের ধুপ্যাচর বৌদ্ধ বিহার।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানখাইয়া পাড়ার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, মহাজন পাড়ার জনবল বৌদ্ধ বিহার, তেতুল তলার অষ্টমৈত্রী ভাবনা কেন্দ্র, কমলছড়ি ইউনিয়নের অভ্রকানন বৌদ্ধ বিহার, পেরাছড়া ইউনিয়নের ধর্মপুর আর্য বনবিহার, ৪মাইল এলাকার লক্ষী নারায়ণ মন্দির, ৫ মাইল এলাকার শিবমন্দির, ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের গামারিঢালা বন বিহার, শুক্রোছড়ি স্নিগ্ধধার বৌদ্ধ বিহার; ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের মুনিগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, নোয়া পাড়া ধর্মরত্ন বৌদ্ধ বিহার, ছোটনালা জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার, কুকিছড়া ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার, ছোটবাড়ি ক্যাথলিক গীর্জা, নির্মল কার্বারী পাড়া রাধা কৃষ্ণ মন্দির ও ২নং প্রকল্প গ্রামের সার্বজনীন জগন্নাথ মন্দির; দিঘিনালা উপজেলার দিঘীনালা বন বিহার, বাবুছড়া শান্তি নিবাস বৌদ্ধ বিহার, বড়াদাম বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধ পাড়া শিবমন্দির, ৮ মাইল এলাকার সার্বজনীন শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির ও জামতলী ৮ম পাতায় দেখুন

সরকারের কাছে সুবিচার ও সন্তু লারমার কাছে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের দাবিতে শহীদ ইউপিডিএফ সদস্য, সমর্থকদের স্বজন ও পরিবারবর্গের মানববন্ধন

সরকারের কাছে সুবিচার ও সন্তু লারমার কাছে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে শহীদ ইউপিডিএফ সদস্য, সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীদের স্বজন ও পরিবারবর্গ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। আজ ৩০ নভেম্বর বুধবার সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভরে এবং রাঙামাটি জেলা সদরের কুতুকছড়িতে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

শেখ হাসিনার কাছে ন্যায় বিচার ও সন্তু লারমার কাছে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের দাবি জানিয়ে শহীদ পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ অনিমেষ চাকমার সহধর্মিনী মিথি চাকমা। এতে শহীদ রূপক চাকমার মা রঞ্জিলা চাকমা, শহীদ কইথই মারমা সহধর্মিনী রিতা চাকমা, শহীদ সাইনিঅং মারমার পিতা অংথোয়াই মারমা, শহীদ হরেন্দ্র দেওয়ানের স্ত্রী সুষমা চাকমা, শহীদ হরক্য দেওয়ানের পিতা রেবতী চাকমা, শহীদ আনন্দময় চাকমার পিতা সত্য কুমার চাকমা, শহীদ বিরলা কার্বারীর ছেলে রুপন জ্যোতি দেওয়ান, মৃণাল কান্তি চাকমার বোন মেরিনা চাকমা, শহীদ যুদ্ধমনি ত্রিপুরার পিতা গজেন্দ্র ত্রিপুরাসহ ১১৪ জন শহীদ পরিবারবর্গের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শহীদ অনিমেষ চাকমার ছেলে প্রাজ্ঞ প্রাচুর্য চাকমা (ইথোত)"সন্তু লারমা, আমার বাবাকে কেন খুন করেছ?" লেখা প্ল্যাকার্ড সম্বলিত তার বাবার ছবি বুকে ঝুলিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেয়। এছাড়া সন্তু গ্রুপ কর্তৃক নিহত এমএন লারমা গ্রুপের সদস্য চিত্তিমনি চাকমার স্ত্রী রত্না চাকমা ও সোহেল চাকমার স্ত্রী রুনা চাকমাও মানববন্ধনে অংশ নেন।

অন্যদিকে রাঙামাটির কুতুকছড়িতে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শহীদ বীর চাকমার মেয়ে দুখিনী চাকমা। এতে শহীদ কিরণ ও বিকু চাকমার পিতা জুরুব কুমার চাকমা, শহীদ প্রীতি কুমার চাকমার মাতা সুরজ মালা চাকমা, শহীদ চাইথুই প্রু মারমার স্ত্রী নিহাইপ্রু মারমা, শহীদ সুভাষ চাকমার পিতা অজিত চাকমা, শহীদ সুরেশ মোহন কার্বারীর স্ত্রী দিনমুখী চাকমা, শহীদ মানেক চন্দ্র চাকমার স্ত্রী চম্পা চাকমা, শহীদ বীর চাকমার স্ত্রী বিউটি চাকমা, শহীদ সজ্জা বিকাশ চাকমার স্ত্রী সুমিতা চাকমা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে শহীদ পরিবারবর্গের ৯৫ জন সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে 'সন্তু লারমা, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ কর; সন্তু লারমা, ভাইয়ের বুকে গুলি চালানো বন্ধ কর; যারা সংঘাত চায়, তারা জাতীয় শত্রু; ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি নয়,ঐক্য চাই; ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি নয়, আন্দোলন চাই; নিহত ইউপিডিএফ নেতা-কর্মী-সমর্থক পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দাও; শহীদ ইউপিডিএফ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের খুনীদের শাস্তি চাই; বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা কর; ইউপিডিএফের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নাও; যারা ঐক্য চায় না, তারা সরকারের দালাল,বিভেদ সংঘাত নয়, ঐক্য চাই, বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গড়ে তোল'--- ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বুকে ঝুলিয়ে শহীদ ইউপিডিএফ সদস্য, সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীদের স্বজন ও পরিবারবর্গ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে সরকার ও জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সভাপতি সন্তু লারমার উদ্দেশ্যে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তিকে বর্তমান ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ সে সময় চুক্তির দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সে সময় চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলো অর্থাৎ সরকার ও জেএসএস চুক্তির কোন দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ছিল তা কিছুতেই মানতে চাইত না। সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুললে সন্তু লারমা রীতিমত ক্ষেপে যেতেন, আওয়ামী লীগকেই পাহাড়ি জনগণের একমাত্র সহানুভূতিশীল দল বলে তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। চুক্তির দুর্বলতা ফাঁস হয়ে পড়ায় সরকার-সেনাবাহিনীর চক্রও মহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যেহেতু চুক্তির মধ্যে বড় ধরনের গলদ রয়েছে, ছেলে ভুলানোর নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এটি ছিল বাস্তবত শুভঙ্করের ফাঁকি। চুক্তির ফাঁক ফোকর বর্তমানে সবার নিকট উন্মোচিত হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে তারা দ্বার্থহীনভাবে বলেন, চুক্তির সমালোচনা করে ইউপিডিএফের নেতাকর্মীরা কোন ভুল করেনি। এ দেশে প্রত্যেক নাগরিকের নিজের মতামত প্রকাশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। সংবিধানে সেই অধিকার দেয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর ইউপিডিএফের সদস্যরা সেই মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে কোন অন্যায় করেননি। অথচ সেই অধিকার প্রয়োগ করার কারণেই, কেবল চুক্তির সমালোচনা করার কারণেই আমাদের ছেলে, স্বামী ও বাবাদের মেরে ফেলা হয়েছে। গত ১৪ বছরে জেএসএস কর্তৃক ইউপিডিএফের ২২৮ জন নেতাকর্মী ও সমর্থক খুন হয়েছেন। অথচ এসব খুনের একটিরও আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি।

তারা বলেন, আমাদের ছেলে, স্বামী ও বাবারা যারা শহীদ হয়েছেন অর্থাৎ যাদের মেরে ফেলা হয়েছে তারা একটি সুমহান আদর্শ লালন করতেন, এদেশের নিপীড়িত জাতি ও জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় তারা সংগ্রাম করে গেছেন। আর এ কারণেই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও তাদের এখানকার পদলেহী দোসররা তাদের খুন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান আত্মঘাতী ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের জন্য সন্তু লারমা ও সরকারকে দায়ি করে লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, এ সংঘাতের মূল হোতা হচ্ছে সন্তু লারমা ও সরকার। পাহাড়ি জনগণকে ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করে যুগ যুগ ধরে তাদের ওপর অন্যায় শাসন-শোষণ চালানোর হীন উদ্দেশ্যেই সরকার অত্যন্ত ৯ম পাতায় দেখুন

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও সুবিচারের দাবিতে খাগড়াছড়িতে মানববন্ধন করছে শহীদ ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থকদের পরিবারবর্গ ও স্বজনরা